কুপিতকৌশিক

নাটক।

সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত।

৩০টী গীত সমেত।

হুগলি

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

মূল্য ৸০ বার [illegible]।

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিন যাত্রা শোনা হয় নাই। কয়েক মাস অতীত হইল, কোনও স্থলে উপর্য্যুপরি দুই দিন যাত্রা শুনিতে হইয়াছিল। এক দিন রামাভিষেক নাটকের যাত্রা--অপর দিন সতীনাটকের যাত্রা। এ যাত্রা শুনিয়া নূতনরূপ প্রীতিলাভ হইল। কারণ পূর্ব্বকালের যাত্রায় বালকদিগের বিকৃতস্বরে কথোপকথন বড়ই কর্ণজ্বালাকর হইত;—এযাত্রায় সেরূপ হইল না। উক্ত উভয় নাটকেরই রঙ্গস্থলে অভিনয় পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম; বর্ত্তমান যাত্রাতেও অবিকল সেইরূপ অভিনয়ই দেখিলাম;—বৈলক্ষণ্যের মধ্যে এই যে, এ যাত্রাস্থলে সজ্জিত রঙ্গভূমি ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ছিল। কিন্তু ঐ গীত গুলি নাটক-রচয়িতার স্বরচিত নহে—যাত্রাকারকেরা স্বকার্য্যের সুবিধার জন্য আপনারা রচনা করিয়া লইয়াছেন; এ নিমিত্ত নাটকের সহিত সে গুলির ভালরূপে মিশ খায় নাই। তদ্ভিন্ন তাহা সঙ্খ্যাতেও অল্প। এই হেতু গীতপ্রিয় যাত্রা-শ্রোতৃগণের পক্ষে তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে, যদি কোনও নাটকে অধিক সঙ্খ্যায় গীত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, যাত্রাকারকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সেই সুবিধাকরণের অভিপ্রায়েই আর্য্যক্ষেমী-শ্বর-প্রণীত সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক অবলম্বনকরিয়া এই কুপিত-কৌশিকনাটক লিখিত হইল। ইহাতে ৩০টী গীত আছে। গীত-গুলির যে সকল রাগিণী ও তাল লিখিত হইল, যদি কেহ সুবিধাবোধ করেন, তাহার অন্যথাও করিয়া লইতে পারিবেন। ফলতঃ যে অভি-প্রায়ে ইহা লিখিত হইল, তাহা সিদ্ধ হইলেই পরিশ্রম সার্থক হইবে।

২৫এ বৈশাখ }
সংবৎ ১৯৩৫ }

কুপিতকৌশিক নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

১ম অঙ্কাংশ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। মহারাজ! কচ্ছপ যেমন আদখানা মুখ বাহির ক'রে তাকৃয়ে থাকৃলেও কিছুই দেখ্‌তে পায় না, আজ' তুমিও সেইরূপ রাত্রি-জাগরণে ঢুল্‌ঢুলে চোকে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছনা—কাণা ইঁদুরের মত কেবল এদিক্ ওদিক্ ঘুর্‌ছ।

রাজা। বয়স্য! নিদ্রাই প্রাণীদিগের প্রাণধারণের প্রথম উপায়। ইহার গুণ কি বলিব———

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

নিদ্রার মহিমা অপার।
হেন গুণবতী দেবী নাহি দেখি আর॥
জীবগণে বক্ষে লয়ে, গাএ হাত বুলাইয়ে,
লাগিতে না দেয় অঙ্গে, কোনও দুখ তার—

অবসন্ন দেহ মন, প্রসন্ন করে কেমন,
জননী অপেক্ষা স্নেহ নিরখি ইহার ॥
এই নিশা জাগরণে আজ্ আমার——
নিদ্রায় অলস অঙ্গ, মুখে উঠে হাই।
চক্ষু লাল, ঘোরে তারা, দেখিতে না পাই ॥
শরীরে সামর্থ্য নাই বিরস বদন।
রোগীর মতন সদা অবসন্ন মন ॥

(ক্ষণকাল চিন্তাকরিয়া) কুলপতি ভগবান্ বশিষ্ঠ কেন যে আমায় নিশা-জাগরণ কর্‌বার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। অথবা গুরুজনে অবশ্যই শুভসাধনের উদ্দেশেই উপদেশ দিয়ে থাকেন;—অতএব তাঁদের আজ্ঞার উপর বিচার কর্‌তে নাই।

বিদূষক। মহারাজ! দেবী শৈব্যা গত রজনীতে বাসক-সজ্জা ছিলেন। তুমি তাঁর গৃহে যাওনি; তাতে যে অনর্থ বাধ্‌বে, আমি তাই চিন্তা কর্‌ছি—আমার অন্য চিন্তা নেই।

রাজা। বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নয়।

বিদূ। তোমার পক্ষে এ পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে বড়ই বিপদ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া) বয়স্য! তুমি কি মনে কর্‌ছ? দেবী কি ভাবে আছেন?

বিদূ। রেগে টঙ্ হ'য়ে আছেন—আর কি!

রাজা। হ'তে পারে—কোপের সামান্য কারণ উপস্থিত নয়। (চিন্তা করিয়া)—নিশ্চয়ই প্রিয়তমা ভাব্‌ছেন—হয় ত আমি মন্ত্রিগণের কার্য্যানুরোধে রুদ্ধ হ'য়েছি—অথবা সুহৃদ্গণের সহিত আমোদপ্রমোদে মগ্ন হ'য়েছি—কিম্বা অন্য কোনও প্রেয়সীর ভবনে রাত্রিযাপন করেছি, তাতেই তাঁ'র গৃহে যাই নি,—আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি—প্রেয়সী, এই রূপ নানা অলীক চিন্তায় ও অভিমানে মগ্ন হ'য়ে কতই রোদন কর্‌ছেন এবং আমাকে ধূর্ত্ত ও শঠ ভেবে কতই খিদ্যমান হয়েছেন।

বিদূ। (হাসিয়া) মহারাজ! আর এখন্ গতানুশোচনা কর্‌লে কি হবে? এখন্ এসো দেবীর বাসগৃহে যাওয়া যাক্ এবং তিনি যাতে প্রসন্ন হ'য়ে তোমার মাথারক্ষা করেন, তার উপায় দেখাযাক্।

রাজা। ভাল বলেছ—তাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় অঙ্কাংশ।

দেবীর শয্যাগৃহ।

মানিনীবেশে দেবী আসীন—অলঙ্কারাদিহস্তে চারুমতী নিকটে উপবিষ্ট; একান্তে ও গুপ্তভাবে রাজা ও বিদূষক দণ্ডায়মান।

রাজা। (জনান্তিকে) বয়স্য! যা বলেছি—তাই! ঐ দেখ—দেবীর অবস্থাটা দেখ—কেশগুলা আলুলায়িত হ'য়ে পড়েছে; গণ্ড-স্থলের পত্রাবলী মুছে ফেলেছেন; বালা বাজু হার প্রভৃতি অলঙ্কার সকল দূরে নিক্ষিপ্ত; অশ্রুজলে নয়নের অঞ্জন ধুয়ে গেছে; কোপে মুখখানি রাঙ্গারাঙ্গা হয়েছে; অধর শুষ্ক এবং তাম্বূলরাগহীন। (সস্পৃহ দর্শন করিয়া) কিন্তু ভাই! বল্‌তে কি, এই মানিনীবেশে নিরা-ভরণে দেবীর যে শোভা হয়েছে, আভরণে এত শোভা হয় না। আমার ইচ্ছা হয়, নিরন্তর নয়নভ'রে এই শোভা দেখি।

বিদূ। বয়স্য! তুমি ত ঐ শোভা দেখে ঠাণ্ডা হবে—কিন্তু ও শোভার সময়ে ত আর আদর ক'রে "খাও খাও" ব'লে হাত থেকে ছানাবড়া পান্তুয়া বেরোবে না—তা এ বামণের পেট ঠাণ্ডা কিসে হবে?

রাজা। বয়স্য! তামাসা রাখ। উহাঁদের কি কথা হ'চ্ছে শোন।

চারুমতী। দেবি! প্রসাধনসামগ্রী সব দূরে ফেলেছিলেন, আবার কুড়্য়ে আন্‌লেম। এ সকল পরুন।

শৈব্যা। চারুমতি! ও সকল নিয়ে যা! প্রসাধনে আমার আর কাজ নেই, মিছামিছি আর আমায় জ্বালাতন করিস নে!

বিদূ। রাগটা পঞ্চমেরও উপর উঠেছে দেখ্‌ছি।

রাজা। (জনান্তিকে) প্রিয়ে! যথার্থই বলেছ; প্রসাধনে তোমার প্রয়োজন নাই—নির্ম্মল কাঞ্চনে রসান দিয়া শোভা বাড়ে না। তাম্বূলরাগ, অঞ্জন, হার প্রভৃতিতে তোমার শোভাবৃদ্ধি হয় না। তবে ও সকল যে, তোমার অঙ্গে ওঠে, সে তোমার শোভার জন্যে নয়—সে ওদের নিজেরই স্বার্থ। যেহেতু তাম্বূলরাগ তোমার অধরের লালসা করে; অঞ্জন তোমার চক্ষুচুম্বনের অভিলাষী হয়, আর হার তোমার কণ্ঠালিঙ্গনের লোভ করে।

শৈব্যা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগকরিয়া সজলনয়নে) চারুমতি! আর্য্যপুত্র তেমন ক'রে আশ্বাস দিয়ে যে, এরূপ প্রতারণা কর্‌বেন—তা স্বপ্নেও জান্‌তাম না—ধিক্—আমার ভাগ্যকে ধিক্!

রাজা। (জনান্তিকে) অয়ি মনস্বিনি!

ভানু উঠিবার কালে, জলধর অন্তরালে
যদি আইসে, তাতে নাহি হয়—
পদ্মিনীর প্রতারণা, ভানুর বা ধূর্ত্তপনা,
কেহ তাতে দোষভাগী নয়॥

চারু। দেবি! দুঃখ ক'রে কি কর্‌বেন—রাজাদের অনেক প্রেয়সী থাকে।

বিদূ। (সক্রোধে) আঃ দাসীর ঝি! অনেক কাজ্ থাকে বল্ না! —মিছামিছি মহারাজের মুণ্ডপাতটা করিস্ কেন?

রাজা। (সস্মিতে) বয়স্য! বলুক না—দোষ কি?—ওতে দুঃখ নাই—সুখ আছে। মান বাড়াবার কৌশল জানে যে সকল ধূর্ত্ত সখী—তারা চতুরতাপূর্ব্বক মিথ্যাদোষ আরোপক'রে মান বাড়্য়ে দিলে, সেই মানে মানিনীরা রোষভরে উগ্রচণ্ডা হ'য়ে যে সকল পুরুষকে

ভৎ‍র্সনা করে—কটু বলে ও প্রহার করে, আমার মতে তাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান্ পুরুষ পৃথিবীতে আর নাই।

শৈব্যা——

গীত (২)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

দুখ কাহারে জানাই।
এমন ব্যথার ব্যথী আর নাহি পাই।
আসিবেন প্রাণনাথ, চেয়ে আছি আশাপথ,
সমস্ত রজনী গত, তবু দেখা নাই—
কত আর বেঁচে রব, কত বা লাঞ্ছনা সব,
বিদরে পৃথিবী, তার ভিতরে লুকাই॥

(মৃদু রোদন)

চারু। দেবি! শান্ত হোন্—শান্ত হোন্—আপনিইত কিছু না ব'লে ব'লে মহারাজের বিত্তেব বাড়্য়েছেন। আপনি বড় উদার কি না; পূর্ব্ব কথা আপনার কিছুই মনে থাকে না। আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি বলি, এবার তিনি যখন্ আস্‌বেন্, তখন্ আপনি কাছে বস্‌বেন না—কথা কবেন না—তাক্‌য়ে দেখ্‌বেনও না। তিনি কৃপণের বাড়ীর ভিখারীর মত—ব'কে ব'কে—দাঁড়্য়ে দাঁড়্য়ে—ফিরে যাবেন। এরূপ দু এক বার না কর্‌লে সোজা হবেন না!

শৈব্যা। আচ্ছা তোর কথা রক্ষাকর্‌বো, যদি আর্য্যপুত্রকে দেখার পরও আমার এই দুষ্ট হৃদয় আপনার বশ থাকে।

রাজা। (সত্বরে দেবীর নিকটে যাইয়া)

গীত। (৩)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কেন বশ হবে না হৃদয়।
অসম্ভব কথা শুনি মনে লাগে ভয়॥
তোর বশ এই জন, মোর বশ তব মন,
ভৃত্যের ভৃত্যের প্রতি কেন হে সংশয়॥

বিদূ। রাজমহিষীর কল্যাণ হোক্।

(উভয়ের সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান।)

শৈব্যা। (স্বগত) এ কি! আর্য্যপুত্র! (প্রকাশে) আর্য্যপুত্রের জয় হোক্।

চারু। (সভয়ে স্বগত) এ যে মহারাজ উপস্থিত!—ধিক্ ধিক্! তবে আমি যা যা বলেছি, সকলই বা শুনেছেন! (প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক। (আসন লইয়া) এই আসন; মহারাজ বসুন।

(সকলের উপবেশন)

রাজা। (কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রিয়ে! প্রভাতকালে অর্দ্ধ-স্ফুটিত পদ্মমধ্যে ভ্রমরী যেমন বাঁকা হ'য়ে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ তোমার এই দৃষ্টি আজ্ আমার প্রতি বাঁকা হ'য়ে পড়্ছে কেন?—আরও

ভূষণের পরিহার করেছ সুন্দরি।
কি শোভা হয়েছে তাহে আহা মরি মরি॥
কিন্তু ভাবে বুঝিতেছি তোমার হৃদয়।
কোপযুক্ত হইয়াছে নাহিক সংশয়॥

শৈব্যা। (অসূয়া সহকারে) আর্য্যপুত্র! তোমার অঙ্গগুলি নিদ্রায় অলস হয়েছে; চক্ষু দুটী রাঙ্গা হয়েছে—ঢুলু ঢুলু কর্‌ছে—এতে তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে! বল দেখি নাথ! কোন্ ভাগ্যবতীর ভবনে কাল্‌কার রাত্রিটা জাগরণকরা হয়েছিল?

(কোপ প্রকাশ)

রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে! শান্ত হও—প্রসন্ন হও;—এ কি এ—

উঠিল কুটিল ভুরু ললাটের মাঝে।
যেন মদনের জয়-পতাকা বিরাজে॥
বিম্বাধর কোপভরে কাঁপে থর থর।
বায়ু-বিধুনিত-বন্ধুজীব-সহোদর॥

(কৃতাঞ্জলি হইয়া)

মিছা কোপ ছাড় প্রিয়ে! সত্য কথা কই।
যেরূপ ভাবিছ মোরে আমি তাহা নই॥
ইচ্ছা হয় দণ্ড দেও যে হয় উচিত।
আমার প্রমাণ কিন্তু কুলপুরোহিত॥

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ! কুলপতি বশিষ্ঠের আশ্রম হ'তে এক তাপস এসেছেন।

রাজা। হেমপ্রভে! অতি সমাদরের সহিত সত্বর আন।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রস্থান)

শান্তিজল-কলসহস্তে তাপস ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

তাপস (সবিস্ময়ে) উঃ—কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

আজি নহে অমাবস্যা, নহে পৌর্ণমাসী।
তবু রাহু সূর্য্য চন্দ্রে গ্রাসে ধেয়ে আসি॥
একি বিপরীত কাণ্ড! একি অলক্ষণ!
চারিদিকে শোনা যায় নির্ঘাত নিস্বন॥
অগ্নিবৃষ্টি দিগ্‌দাহ হয় অবিরত।
থাকি থাকি বসুন্ধরা কাঁপিছে কি মত॥
খরতর বায়ু বহে আঁধার ধূলায়।
মেঘ হ'তে রক্তবৃষ্টি পড়িছে ধরায়॥
উল্কাপিণ্ড আকাশেতে ঘোরে অনর্গল।
পরিধি-বেষ্টিত দেখি সূর্য্যের মণ্ডল॥
রজনীতে কাক ডাকে দিবসে শৃগাল।
অর্দ্ধরাত্রে হম্বারবে ডাকে ধেনুপাল॥

পেরে অন্যরূপ ভেবেছি; মিছামিছি কত অভিমান করেছি; আর এ হেন উদার আর্য্যপুত্রকে কতই অন্যায় কথা বলেছি। এখন্ সে সকল মনে হ'য়ে বড়ই লজ্জা করচে। (চিন্তা করিয়া) আর্য্যপুত্র আমার ঘরে কাল্ আসেন নি; কিন্তু কেন এলেন না?—কি বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ পড়েছিল?—কি কোনও রাজকার্য্যের চিন্তা উপস্থিত হ'য়েছিল?—এ সকল চিন্তা ত মনে একবারও উঠ্‌লো না! কেবল মনে হ'তে লাগ্‌লো—তিনি কোন্ প্রেয়সীর ঘরে রাত্ কাটালেন!—মেয়ে মানুষের মন—কেবল আঁস্তাকুড়;—কেবল মন্দই ভাবে—এরা পাত্রাপাত্র কিছুই বোঝে না—সম্ভব অসম্ভব কিছুই ভাবে না—অকারণে সন্দেহ ক'রে আপনারাও পুড়ে মরে—স্বামীকেও যার পর নাই কষ্ট দেয়—এ পাপ জেতের কুটিল মনকে ধিক্! (প্রকাশে কৃতাঞ্জলি) আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—প্রসন্ন হোন্।

রাজা। (সানুরাগে) কি প্রিয়ে! প্রসন্ন হবার জন্যে অনুরোধ কর্‌ছ?—আচ্ছা—

গীত (৫)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্ত।

তবে হে প্রসন্ন, তোমায় হ'তে আমি পারি।
যদি মম মনোবাঞ্ছা তুমি, পুরাও অহে সুন্দরি॥
হার পরাব তোমার গলে, তিলক এঁকে দিব ভালে,
আর—বিধুবদন করে তুলে, দেখ্‌ব কেবল নেহারি॥

শৈব্যা। আমার বড় লজ্জা করে। (লজ্জা প্রকটন)

রাজা। প্রিয়ে! আমি অরসিকা লজ্জাকে দূর করে দিচ্চি।

(শৈব্যার অঙ্গে রাজার হারাদি পরিধাপন; অত্যন্ত অনুরাগের সহিত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবলোকন)

শৈব্যা (স্বগত) কুলপতি আর্য্যপুত্রের জন্যে এত শান্তিস্বস্ত্যয়ন কেন কর্‌ছেন? আর্য্যপুত্রের কোনও অমঙ্গল ঘট্‌বে না ত?—আর্য্য-

পুত্র ত কিছুই ভাব্‌ছেন না—কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে (প্রকাশে) আর্য্যপুত্র! কুলপতি যা যা কর্‌তে আদেশ করেছেন—আমি এখন সে সকল কাজ করিগে?

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যা অভিলাষ।

(শৈব্যা ও চারুমতীর প্রস্থান।)

রাজা। বয়স্য! এখন্ কিরূপে এই উৎকণ্ঠাকুল আত্মাকে বিনোদিত করি?

বিদূ। মহারাজ! তুমি দেবীর কথা নিয়ে আত্মার বিনোদন কর, আর আমি দুটা ফলারের গল্প ক'রে মনটা ঠাণ্ডা করি।

বনেচরের প্রবেশ।

বনে। হেই ঝে ভট্টা!—ভট্টা! জয় জয়।

রাজা। কি রে রৌমি যে—সংবাদ কি?

বনে। ভট্টা সংবাদ বড় শক্ত!—হৈ ঝে বনের মদ্দি তুমি শীকার কর্‌তে যাও, তারই ভ্যাতর্ একটা মস্তো বুনো বরা আইচে—ও ভট্টা! বল্লি না প্যাত্যয় যাবে, সেডার গা ঝ্যান বার্ষেকালের ম্যাগ; ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্ শব্দই কত্তি নেগেচে; ঘাড়ের রোঁ গুলো ড্যাড় হাত লম্বা; চোক্ দুটো দিয়ে যেন চিকুর হান্‌চে; দাঁত দুটো হেই বড়—আর ধপ্ ধপ্ কচ্চে; মুএর জোরই কি!—বনডা চষে ফ্যাল্লে—আর বেবাক মুতো খাইএ ফ্যাল্লে; সেডার অকম নকম দিকি মোর বড় ডর নাগ্‌লো—তাই মুই ভট্টাকে খবর দিতে আনু—ভট্টা সব শোন্‌লে; একন্ যা কত্তি হয়—কর—মুই সেই খানেই যাই—দেখিগা সেডা কি কচ্চে।

(প্রস্থান।)

রাজা। বয়স্য! বেশ হ'লো—উত্তম বিনোদস্থান পাওয়া গেল।

বিদূ। (সক্রোধে) মহারাজ! মৃগয়ায় বনে বনে বিচরণ কর্‌তে হয় —তাতে কাঁটা ঝোড় জঙ্গলে পা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়;—উচ্চ নীচ ভূমিতে দৌড়াদৌড়ি করায় শ্বাসরোগ জন্মে; ক্ষুধার সময়ে অন্ন পাওয়া যায় না; তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, জল মেলে না;—তা ছাড়া ভূত প্রেত যক্ষ দানব রাক্ষস পিশাচের ভয় ত কতই আছে। তা মহারাজ! এ হেন সর্ব্বনেশে মৃগয়াও যদি তোমার বিনোদস্থান হয়, তবে তোমার বিশ্রাম-স্থান কোন্‌টা?—তুমি কি জান না, শাস্ত্রকারেরা মৃগয়াকে ব্যসন বলেন?

রাজা। (হাসিয়া) না হে—রাজাদের মৃগয়া করা একবারে নিষিদ্ধ নয়—ওতে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াই নিষেধ; শাস্ত্রকারদেরও এই মত। মৃগয়া রাজাদের বড় উপকারিণী।

গীত। (৬)

রাগিণী বাগেশ্বরী—তাল আড়া।

মৃগয়ার নিন্দা বল করে কোন জন।
কি আছে বীরের পক্ষে হেন বিনোদন।
উৎসাহের বৃদ্ধি করে, অঙ্গের জড়তা হরে,
কত মত গুণ ধরে, এই মৃগয়ায়—
পশুপক্ষীর ভয় ক্রোধ, অনায়াসে হয় বোধ,
চল লক্ষ্যে শরশিক্ষার প্রধান সাধন॥

এখন্ এসো সেইখানেই যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম অঙ্কাংশ।

বন ভূমি।

বরাহ অন্বেষণ করিতে করিতে বল্লম হস্তে বনে-
চরের সবেগে প্রবেশ।

বনেচর। কৈ সুমুন্দির বরা গ্যাল কনে? মোরে যে তাড়াডা করে হাল, তা মুই যদি বড়্ গাছ্টার নাগাল না প্যাতুন, তা হলিই মোর রাম্পিত্তি বার করি দে হাল। তকন্ এই বল্লম ডা মোর হাতে ছ্যাল না, তাই সুমুন্দি বেঁচে গ্যাচে—(মুখ ভঙ্গী করিয়া) য়্যাকন আয় না—তোর ঘোর ঘোরাণি হ্যার ভ্যাতর দিই। (অন্বেষণ করিতে করিতে) কৈ সুমুন্দি গ্যাল কোন্ কড়ে? নাগাল পাই না ঝে?—এই দ্যাক্‌চি সুমুন্দি ডবার প্যাঁক্ সব মেড়্য়েছে;—এই পদ্দফুলির গাঁড়্ চ্যাবায়েচে;—এই মুতা খাএচে;—এই সব মাটী দলেচে। ভট্টা ত হুকুম পেট্য়েছেন, বনের চার ধারে ব্যাড়া লাগাও—জাল পাতি ফ্যাল—হীকারী কুত্তা গুলোকে ছোড়্ দ্যাও—আর ঘোড়্শোয়ার সুমুন্দিদের খাড়া হতি বল। তা বরা সুমুন্দির নাগাল না পালি ত কিছু হতি পাচ্চে না (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ ঝে সুমুন্দি লেঙুড়্ গুড়্য়ে পেইলে যাচ্চে।—হৈ—হ্যারে রে রে রে রে—পাকড়ো—পাকড়ো।

বেগে প্রস্থান।

উগ্র-বেশধারী বিঘ্নরাজের প্রবেশ।

বিঘ্নরাজ। আমি ত বিঘ্নরাজ—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনে আমার অগম্য স্থান নেই। লোকে যে যেখানে যা কিছু কাজ করে, তাতে বিঘ্ন করাই আমার ব্যবসা—তুমি বাঁশ ফুল চেলের ভাত, গাওয়া ঘী, টুমুরের ডা'ল, পটোল পোড়া, পাকা আমড়ার অম্বল—এই সব মনোমত সামগ্রী নিয়ে খেতে বসেছ—আমি একটী মরা মাছী হ'য়ে তোমার ডা'লের ভিতর ঢুক্‌লেম—তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না—মৌরির ফোড়ন মনে ক'রে আমায় খেয়ে ফেল্‌লে;—আর যেমন খেলে অম্‌নি—খাওয়ার দফা রফা।—কেমন? তোমার ভোজনে বিঘ্ন হলো কি না? (অন্য দিকে তাকাইয়া) তুমি কিছু বিদ্যা অভ্যাস করেছ; বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন কর্‌ছ; দেশে বেশ মানসম্ভ্রম হয়েছে; স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি নিয়ে, পরম সুখে সংসার কর্‌ছ। আমি কি সে নিটুট্ সুখ দেখ্‌তে পারি? না আমার এই কোমল প্রাণে সে দেখা সহ্য হয়? আমি অম্‌নি বাগ্‌য়ে বাগ্‌য়ে, তোমার সেই গিন্নীটীকে—যাকে তুমি বুকের একখান হাড় মনে কর, সেইটীকে—খুস্ ক'রে উপ্‌ড়ে দিলাম! কেমন হলো? এত ধন জন ছেলে পিলে পরিপূর্ণ থাক্‌লেও তোমার গৃহ শূন্য হলো কি না?—এখন যত দিন বাঁচ, হাপু গোগ্‌গে। (অপরদিকে দৃষ্টি করিয়া) তুই ছুঁড়ী যুবতী হয়েছিস্; তোর রূপের প্রভায় তাকান যায় না; গুণের কথাও সকলেই বলে; তুই সোণার অঙ্গে সোণার চুড়ী চেকন শাড়ী পরে আহ্লাদেপুতুলের মত হ'য়ে তুড়ী দিয়ে বেড়্‌য়ে বেড়াস্। তোর মনে অভিমান এই যে, তোর সংসারে কোনও অপ্রতুল নেই; তোর স্বামীর যেমন রূপ—তেমনই গুণ; আর তোকে প্রাণ অপেক্ষাও বেশী ভাল বাসে।—বটে?—তবে তুই বড় সুখে আছিস্? ওরূপ সুখ আমার চক্ষুর শূল!—আমি সর্ব্বদাই ফিকিরে থাক্‌লেম—এক দিন বাগ্ ক'রে তোর কাছে ঘেঁসে বস্‌লেম—আর ব'সেই হাতের খাড়ু গাছটী পুট

ক'রে ভেঙ্গে দিলেম!—কেমন হলো?—তোর সুখ ফুরুলো?—তোর জন্মটাই ব্যর্থ হয়ে গেল?—এখন যা বেটী—সংসারের তরঙ্গে পড়ে হাবুডুবু খেগে।——হা হা হা হা— (উচ্চ হাস্য) এরূপ কাজে আমার বড় আমোদ হয়। ফল কথা—সংসারে যেখানে যেখানে সুখ দেখি, সেই খানেই একটা না একটা বিঘ্ন কর্‌বার চেষ্টা করি।—যদিও বিধাতার আদেশে ভাল মন্দ সকল কাজেই আমায় যেতে হয়—তবু ভাল কাজের বিঘ্ন কর্‌তেই আমার পরম সুখ। পরের ভাল আমি দেখ্‌তে পারিনে —কেমন্‌ করেই পার্‌বো?—

গীত। (৭)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তেলেনা।

পরসুখ বল দেখি সহি কেমনে।
বাজসম বাজে মম এই পরাণে॥
পরে যদি খায় পরে, পরে যদি গুণ ধরে,
পরে যদি প্রেম করে, পরেরই সনে—
এ সব দেখিলে মোর, দুখের না থাকে ওর,
ফুটীফাটা মত বুক ফাটে সেক্ষণে॥

—কেবল মানুষের কাছেই যে আমার প্রভাব—তা নয়—দেবতা-অসুর-রাক্ষস প্রভৃতি কেউই আমার হাত এড়াতে পারেন না!—দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ—ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ—বলির যজ্ঞ—শর্ম্মাই ধ্বংস পাড়্‌য়েছেন—অথবা অন্যের কথা কি?—দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ কর্‌লে পর দেবাদিদেব মহাদেব বড় আড়ম্বর ক'রে হিমালয়ে তপস্যা কর্‌তে বসেছিলেন—(হাত নাড়িয়া) তাতেও কি শর্ম্মা বিঘ্ন কর্‌তে পারেন নি?—হা হা হা!!—(হাস্য) (সাহ্লাদে) আমার ক্ষমতা অপার! (চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোপে) হ্যাদে ব্যাটা বিশ্বামিত্র!—এর কাণ্ড দেখ দেখি!—আরে তুই ব্যাটা ছিলি ক্ষত্রিয়ের ছেলে—কত কষ্টে বামণ হয়েছিস্‌—তোর পক্ষে

বামণ হওয়া. আর বিরালের ভাগ্যে শিকাছেঁড়া—সমান।—তা তাতেই সন্তুষ্ট থাক্—তা নয়। উনি তিন বিদ্যা সিদ্ধ কর্‌বেন!—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে উড়্‌য়ে দেবেন!—দিয়ে—একের প্রভাবে জগতের সৃষ্টি—দ্বিতীয়ার শক্তিতে পালন ও তৃতীয়ার বলে সংহার কর্‌বেন!—আরে তা কি হয়?—

রজোরূপী হয়ে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
সত্ত্বরূপে নারায়ণ করেন পালন॥
মহাদেব তমোগুণে করেন সংহার।
সকলের ভিন্ন ভিন্ন আছে অধিকার॥
এক জনে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিবে।
এ হেন অদ্ভুত কাণ্ড কেমনে ঘটিবে?॥

—তা কোনও মতেই কর্‌তে দেওয়া হবে না—বিশ্বামিত্রের বিদ্যাসিদ্ধির ব্যাঘাত কর্‌তেই হবে।—(আশঙ্কার সহিত) কিন্তু ঐ যে লম্বা নখ—লম্বা জটা—লম্বা দাড়ী ওয়ালা ব্যাটারা—ওদের অসাধ্য কোনও কর্ম্ম নেই—ওরা সকলই কর্‌তে পারে—আর ওরা যে বীজ বীজ ক'রে কি বকে—সে বকুনির চোটে আমি সে দিকে ঘেঁস্‌তেই পারিনে। (চিন্তা করিয়া) তবু চেষ্টা ছাড়া হবে না। মুনিরা স্বভাতঃ বড় রাগাল; যদি কোনও মতে ব্যাটাকে রাগ্‌য়ে দিতে পারি—তা হলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। তা ছাড়া আর এক কথা এই যে, যারা সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে ক্রোধ, অহঙ্কার, হিংসা ত্যাগ ক'রে কাজ করে, তাদের সে সাত্ত্বিক কার্য্যে বিঘ্নরাজ সহজে দন্তস্ফুট কর্‌তে পারেন না—কিন্তু যারা তমোগুণের বশীভূত হ'য়ে ক্রোধ ও অহঙ্কারের সঙ্গে কাজ করে—তাদের সে কাজ ত আমার পাকা কলা—তাতে বিঘ্ন ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। বিশ্বামিত্রের যে বিদ্যাসিদ্ধি—সে সাত্ত্বিক কাজ নয়—ব্যাটা কেবল রেগে—অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে আপনার ক্ষমতা দেখাবার জন্যেই এ কাজ কর্‌ছে—তা এতে বিঘ্ন হ'তে পারে।—আমিও তার জোগাড় করেছি। ঐ যে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরাহ

শিকার কর্‌তে বনে এয়েছে—ও বরাহ সত্যি নয়!—আমিই মায়ারূপ ধ'রে বরাহ হয়েছিলাম—রাজাও আমাকে একবার দেখ্‌তে পেয়েছিল—বাণ ঝেড়েছিল আর কি—যাই ভাগ্যের বড় জোর তাই পাল্‌য়ে এসে বেঁচেছি। যা হোক্ এখন রাজাকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। (চিন্তা করিয়া) রাজা হরিশ্চন্দ্রও ধনে মানে কুলেশীলে বড়ই সুখে আছে—তারও সুখের একটু বিঘ্ন করা উচিত—নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কর্‌তে পেলে মানুষের মনে বড় অহঙ্কার হয়—মধ্যে মধ্যে খোঁচা খাওয়া ভাল।

নেপথ্যে। মহারাজ! এই বনের মধ্যে ঢুকেছে—এই দিকে আসুন—এই দিকে।

বিঘ্ন। (শুনিয়া সাহ্লাদে) এই যে, রাজা—নিকটেই উপস্থিত—তবে আবার সেই মায়া-বরাহ হ'য়ে দেখা দিই গে।

বেগে প্রস্থান।

বরাহ অন্বেষণ করিতে করিতে ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজা ও কশাহস্তে সারথির প্রবেশ।

সারথি। মহারাজ! এই বনের মধ্যে ঢুকেছে, এই দিকে আসুন—এই দিকে।

রাজা। কৈ হে! দেখ্‌তে পাই না যে। (অন্বেষণ)

সারথি। মহারাজ! দুষ্টবরাহ নিকটেই আছে—এই দেখুন তার চিহ্ন রয়েছে—

চারিদিকে পড়ে আছে নলিনী চর্ব্বিত।
ঘাসের উপরে ফেনা মুখবিগলিত॥
পঙ্কিল জলের রেখা সরোবরতীরে।
মুস্তা-সুরভিত বায়ু বহে ধীরে ধীরে॥

সে কি! বনের মধ্যে এই ঢুক্‌লো—ইতিমধ্যে কোথায় অন্তর্ধান কর্‌লে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—এ কোনও মায়াবী না কি? (অন্বেষণ ও নেপথ্যে দৃষ্টি) ঐ যে, নিকটেই!—উঃ—ফিরে দাঁড়্‌য়েছে—আমাদের দিকেই কোপ ক'রে আস্‌ছে—ঐ দেখুন গ্রীবাদেশ বক্র করেছে—সটা সকল উচ্চ হ'য়ে উঠেছে—ঘর্ঘর শব্দে বনভূমি কম্পিত হচ্চে। মহারাজ! শরসন্ধানের এই সময়।

রাজা। (শর-সন্ধান করিয়া) সূত! আর দেখ্‌তে পাই না যে! কোথায় গেল?

সারথি। আশ্চর্য্য!—আপনার শর-সন্ধানে ভীত হ'য়ে একবার সম্মুখের চরণ কুঞ্চিত ক'রে থম্‌কে দাঁড়্‌য়েছিল—পরে নিমেষের মধ্যেই আবার কোথায় পালাল—যেন উবে গেল!—এ কি! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার—

গীত (৮)

রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

এ হেন বরাহ কভু না দেখি ভূপাল।
পলক পড়িতে কোথা হয় অন্তরাল॥
ক্ষণে পাশে দেখি ওরে, ক্ষণে দেখি ধায় দূরে,
ক্ষণে ক্রোধভরে ফেরে, করিতে সংহার——
আবার বিদ্যুৎবেগে, কোথা চলে যায় বেগে,
বুঝি বা পেতেছে কেহ এই মায়াজাল॥

রাজা। (দৃষ্টি করিয়া) —সূত! ঐ দেখ, বরাহটা এ নিবিড় বন অতিক্রম ক'রে ঐ দূরস্থ সম-ভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সারথি। মহারাজ! এ স্থানটা যেরূপ উচ্চ নীচ, তাতে এস্থানে রথ কোনও মতেই চল্‌তো না—তা আমরা রথ বাহিরে রেখে এসে

ভালই করেছি; আমাদের সঙ্গী লোক জন সবও এখন পশ্চাতেই থাকুক—ঐ স্থানে গিয়ে দুষ্টের প্রাণসংহার করি।

রাজা। আচ্ছা তাই চল (সবেগে পরিক্রমণ)

রাজা। সূত! নিবিড় বন ছাড়্যে এই সম-ভূমিতে উপস্থিত হওয়া গেল, কিন্তু এস্থলে বরাহের পদচিহ্নও আর দেখা যাচ্চে না—গেল কোথা? আশ্চর্য্য! (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আচ্ছা সম্মুখবর্ত্তিনী এই অরণ্যলেথার মধ্যে খোঁজা যাক্ (নিকটে যাইয়া সানন্দে) সূত! বোধ হচ্চে—আমরা তপোবনের নিকটে এসেছি—

মূলসহ এই কুশ দেখ উৎপাটিত।
এ সব কুশের অগ্র কেবল খণ্ডিত॥
শাখা হ'তে তুলিয়াছে কুসুমের কলি।
তাই অল্প নতভাবে আছে লতাবলী॥
এই সব বৃক্ষ হ'তে বল্কল খুলেছে॥
ঐ দেখ তার চিহ্ন এখনও রয়েছে।
সমিধের হেতু শাখা করেছে কর্ত্তন।
তাই ক্ষীর-মাখা-তনু এই তরুগণ॥

আরও দেখ—

কদম্ব তরুর শাখে শুকশারীগণ।
অভ্যাগতে ডাকিতেছে করিয়া যতন॥
হোমঘৃতগন্ধ সহ সুরভি পবন।
ধীরে ধীরে বহিতেছে আমোদিয়া বন॥
মৃগ মৃগীগণ সবে সিংহ ব্যাঘ্র সনে।
চারিদিকে চরিতেছে ভয়হীন মনে॥

তা যাহো'ক যখন আশ্রমের এত নিকটে এসেছি, তখন আর বরাহ অন্বেষণ ক'রে আশ্রমবাসীদের শান্তিভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। সূত! তুমি এখন্ যাও—রথের অশ্বগুলাকে বিশ্রামকরান ও জলখাওয়ান হলো

কি না? দেখ গে। আমি এখন একবার আশ্রমে প্রবিষ্ট হ'য়ে মুনিদিগকে প্রণাম করি। যেহেতু পূজ্য ব্যক্তির পূজা না কর্‌লে অকল্যাণ ঘটে।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রস্থান।)

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া সচিন্তে) আহা! তপোবনবাসীরা কি সুখেই থাকেন!

গীত (৯)

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড়াঠেকা।

কিবা সুখ শান্তিরস-আস্পদ আশ্রমে।
সংসার-আবর্ত্তে হেথা ভ্রমেও কেহ নাহি ভ্রমে॥
বিষয়সম্ভোগে মন, নাহি মজে কদাচন,
বিচ্ছেদযাতনা তাহে প্রবেশে না কোন ক্রমে॥
অহঙ্কারের অভাবে, নিজ পর নাহি ভাবে,
সকলই আপন হয়, মনোভ্রমের উপরমে॥

(বিনয়ে পরিক্রমণ করিয়া—সভয়ে) মুনিদিগের আশ্রম ত ভয়ের স্থল নয়, কিন্তু এখানে প্রবেশ কর্‌তে আমার মনে এরূপ ভয় হচ্ছে কেন? আমি যেন কত অপরাধ করেছি—প্রতিপদক্ষেপেই আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। অথবা ব্রাহ্মণদিগের তপোময় তেজ সর্ব্বপ্রকার তেজ অপেক্ষা তীব্র; সেই তীব্রতম তেজের নিকটস্থ হ'তে বোধ হয় আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

নেপথ্যে (কাতরস্বরে)—

অনাথা অনপরাধা মোরা অতি দীনা।
পাইয়াছি বড় ভয় সহায়বিহীনা॥
অকারণে মুনি করে অগ্নিতে অর্পণ।
রক্ষা কর যদি কোন থাক মহাজন॥

রাজা। (শুনিয়া সসম্ভ্রমে) ও হো হো! একি!—এ যে নিকটেই ভয়ার্ত্ত কামিনীকুলের কাতর স্বর! এত তপোবন, এস্থলে এরূপ অসঙ্গত ব্যাপার কেমন ক'রে ঘট্‌ছে;—নিকটে যাই দেখি। (নেপথ্যাভিমুখে অগ্রসরণ)

নেপথ্যে (পুনর্ব্বার) অনাথা অনপরাধা—ইত্যাদি পাঠ।

রাজা। (সদর্পে উচ্চস্বরে) অভয়—অভয়—ভয়ার্ত্তাদিগের অভয়! কি! আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র—আমার রাজ্যমধ্যে ভীতা নিরপরাধা অনাথা অবলা জাতির উপর এরূপ অত্যাচার হবে?—যে দুরাত্মা তপোবন-বিরুদ্ধ এই ঘোর নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, আমি এখনই এই বাণে তার মস্তক চ্ছেদন ক'রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অগ্নিতে নিক্ষেপ কর্‌ছি!—দেখি গে—কে সে পামর!

(প্রস্থান।)

২য় অঙ্কাংশ।

বিশ্বামিত্রের তপোবন।

বিশ্বামিত্র যোগাসনে আসীন—সম্মুখে প্রজ্বলিত হোমাগ্নি ও পূজোপকরণ এবং পার্শ্বদেশে রক্তাম্বরা ব্রাহ্মী, শুক্লাম্বরা বৈষ্ণবী ও কৃষ্ণাম্বরা শৈবী বিদ্যা দণ্ডায়মানা।

বিদ্যাত্রয়। অনাথা অনপরাধা ইত্যাদি পাঠ।

বিশ্বামিত্র। প্রজাপতি ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ—ভূঃস্বাহা।

অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপ।

প্রজাপতি ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতি-
হোমে বিনিয়োগঃ—ভুবঃস্বাহা অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপ।
প্রজাপতি ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিতা দেবতা মহাব্যাহৃতি-
হোমে বিনিয়োগঃ—স্বঃস্বাহা ঐ
প্রজাপতি ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্যস্ত সমস্ত মহা-
ব্যাহৃতি হোমে বিনিযোগঃ—ভূর্ভুবঃস্বঃস্বাহা। ঐ

(সবিস্ময়ে) একি! আমি এত হোম কর্ছি, কিন্তু অগ্নি প্রচ্ছন্ন-ভাবেই আমার আহুতি গ্রহণ কর্ছে—উহার শিখা একবারও প্রদক্ষিণ হচ্চে না? এর কারণ কি?—আমার কি বিদ্যাসিদ্ধি হবে না?

(চক্ষু মুদিয়া সমাধিতে অবস্থান)

বিদ্যাত্রয় (রাজাকে দূরে দেখিয়া সসম্ভ্রমে)

অনাথা অনপরাধা মোরা অতি দীনা।
তোমার শরণাগতা সহায়বিহীনা॥
অকারণে মুনি করে অগ্নিতে অর্পণ।
রক্ষা কর রক্ষা কর এসো হে রাজন্॥

রাজা। (সত্বরে প্রবেশ করিয়া) অভয়—অভয়—শরণাগতাদের অভয় (সক্রোধে) কে তোমাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর্বে? (বিশ্বামিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই দুরাত্মা বুঝি? (নিকটে যাইয়া) হাঁরে পামর! হাঁরে পাপিষ্ঠ! হাঁরে ভণ্ড! হাঁরে পাষণ্ড!—তোর এই কাজ?—তোর ত দেখ্ছি পরিধান বল্কল—হস্তে জপমালা—মস্তকে জটাভার—এ সকল ত প্রশান্তচিত্ত তপস্বীর বেশ—কিন্তু কার্য্য দেখ্ছি পাষণ্ড ও রাক্ষসের ন্যায়! তুই এই অবলাগুলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপকর্তে উদ্যত হয়েছিস্!—তোর কি স্ত্রীহত্যা-পাতকের ভয় নাই? দাঁড়া তোর বিবরণটা আগে জানি—জেনে সমুচিত শাস্তি দিচ্চি।

বিশ্বা। (সমাধিভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত) কে রে দুরাত্মা—আমায় কটু বলিস্!—আমার বিদ্যাসিদ্ধির বিঘ্ন করতে এলি!

বিদ্যাত্রয় (পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া সহর্ষে) বাঁচ্‌লেম !—বাঁচ্‌লেম !—রক্ষা পেলেম !—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয় !—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয় !—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

বিশ্বা (দেখিয়া সক্রোধে স্বগত) কি দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র আমার বিদ্যাসিদ্ধির ব্যাঘাত কর্‌লে ! (প্রকাশে) দাঁড়া রে ক্ষত্রিয়াধম ! দাঁড়া !—অন্যের কথা দূরে থা'ক্, তুই যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কেউ হতিস্—তবু—যখন বিদ্যাসিদ্ধির ব্যাঘাত ক'রে আমার ক্রোধানল উদ্দীপ্ত করেছিস্—তখন তোকে সেই অনলে ভস্ম হ'তেই হ'ত।—রে দুরাত্মন্ ! ভগবান্ মহাদেব কামিনীসঙ্গমে বড় অনুরক্ত, আর তিনি জীবের প্রতি বড় দয়াবান্—তথাপি তপস্যা-ভঙ্গে ক্রোধোদ্দীপ্ত হ'য়ে, মদনের যে দশা করেছিলেন, তা তুই শুনেছিস্ ? আজি বিশ্বামিত্রও তোর সেই দশা করে—দ্যাখ্ !

রাজা। (সসম্ভ্রমে স্বগত) কি ! ইনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ! আর ওঁরা সকল বিদ্যা !—আমি হতভাগ্য—ওঁদের সিদ্ধিবিষয়ে ব্যাঘাত কর্‌লেম্ !—তবে ত আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছি !—তবে ত আমি দুরন্ত কালসর্পকে হস্তে ধারণ করেছি !

বিশ্বা। (সক্রোধে) রে পাপিষ্ঠ নরাধম ! আমি এখন্ করি কি ? আমার এই দক্ষিণ হস্ত শাপজল গ্রহণ কর্‌তে ব্যগ্র হয়েছে ; আর এই বাম হস্ত—যদিও অনেক দিন ত্যাগ করেছে, তথাপি—ধনুর্গ্রহণ কর্‌তে ধাবমান হচ্চে ! (উত্থান)

রাজা। (সভয়ে নিকটে যাইয়া) ভগবন্ ! প্রণাম করি।

বিশ্বা। রে পামর ! আবার প্রণাম ? মস্তকে পদাঘাত ক'রে আবার অনুনয় ?

রাজা। (চরণে নিপতিত হইয়া) ভগবন্ ! ক্ষান্ত হোন্—ক্ষান্ত

হোন। স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনে আমি প্রতারিত হই—তাতেই না জেনে—এরূপ করেছি—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

বিশ্বা। কি ?—না জেনে করেছিস্ ?—রে ক্ষুদ্র ! তুই আমায় জানিস্ না ? যে, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও নিজ তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েছে—যে, বশিষ্ঠ মুনির এক শত পুত্রকে শাপানলে দগ্ধ করেছে—বশিষ্ঠপুত্রদের শাপে তোর বাপ ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হ'লেও যে, সেই চণ্ডালকে লয়েও যজ্ঞ করেছে—দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থানদান না করায় যে, স্বয়ং স্বর্গান্তর সৃষ্টি ক'রে তথায় ত্রিশঙ্কুকে রক্ষা করেছে—আমি সেই কৌশিক বিশ্বামিত্র—দুরাত্মা তুই আমায় জানিস্ না ?

রাজা। (সবিনয়ে) ভগবন্ ! প্রসন্ন হৌন—এরূপ মনে কর্বেন না।—একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'লে আপনি ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে চণ্ডালগৃহে গমন করেন—তথায় খানিকটা কুক্কুরের মাংস লয়ে দেবতাদিগকে নিবেদন ক'রে যেমন ভোজন কর্তে উদ্যত হবেন—অমনি দেবরাজ ভীত হ'য়ে প্রচুর বৃষ্টি করেন—তা এরূপ তেজোনিধি ও তপোনিধি মুনিকে জগতে কে না জানে ? আমি কেবল স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে বঞ্চিত হ'য়ে এরূপ করেছি। ক্ষত্রিয়ের নিজ ধর্ম্ম রক্ষাকর্তে গিয়ে যে অপরাধ হ'য়ে পড়েছে, তজ্জন্য আপনি দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। দুরাত্মন্ ! বল্—বল্ দেখি—কি তোর নিজধর্ম্ম ?

রাজা। ভগবন্ !—দান কর রক্ষা কর আর কর রণ।
ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম সনাতন ॥

বিশ্বা। কি ?—কি ?—দান কর রক্ষা কর আর কর রণ।
ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম সনাতন ? ॥

রাজা। আজ্ঞে হাঁ।

বিশ্বা। আচ্ছা, বল্ দেখি তবে—

কারে দান করিবেক? কাহারে রক্ষণ?।
কাহার সহিত ক্ষত্র করিবেক রণ?॥

রাজা।—গুণবান্ দ্বিজে দান, কাতরে রক্ষণ।
শত্রুর সহিত ক্ষত্র করিবেক রণ॥

বিশ্বা। দুরাত্মন্! যদি সত্য সত্যই তোর মনে এরূপ বিশ্বাস থাকে—তবে আমার যেরূপ বিদ্যা ও যেরূপ তপস্যা, তার যোগ্য আমায় কিছু দান কর দেখি।

রাজা। (সহর্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া) ভগবন্! আজ্ আমি বড় অনুগৃহীত হ'লেম—অথবা কেবল আমি কেন? সূর্য্যবংশ অনুগৃহীত হ'লো! যে হেতু আপনি এই বংশীয় লোকের নিকট দানগ্রহণ কর্‌বেন!—কিন্তু—

গীত। (১০)

মালকোষ অথবা সোহিনী—তাল আড়া।

কি দিব কি দিব তোমায় ভাবিতেছি মনে।
কি ধন সমান হবে (ঋষি!) তব তপ সনে॥
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, তব যোগ্য কিবা বল,
সে সব ধন চঞ্চল, তুমি ধনী স্থির ধনে।
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবপদ, যার্ কাছে হে তুচ্ছপদ,
তার কি হবে সম্পদ, পেয়ে তুচ্ছ এ ভুবনে॥

ভগবন্! আপনকার বিদ্যা ও তপস্যার উপযুক্ত কোনও বস্তু ত দেখি না—তা আমার যা কিছু আছে—এই সসাগরা বসুন্ধরা—আপনাকে দান কর্‌লেম।

বিশ্বা। (সবিস্ময়ে স্বগত) ব্যাটা কর্‌লে কি গো! (প্রকাশে) রাজন্! স্বস্তি। আচ্ছা তুমি সমুদয় পৃথিবী আমায় দান কর্‌লে—আমিও গ্রহণ কর্‌লেম—কিন্তু দক্ষিণাশূন্য দান ত হয় না—তা আমার কিছু দক্ষিণা দাও।

রাজা। (সলজ্জভাবে স্বগত) এর উপায় কি? (চিন্তা করিয়া প্রকাশে) ভগবন্! এ দাসের নিকট কি দক্ষিণা প্রার্থনাকরেন, আজ্ঞা করুন্।

বিশ্বা। একশত সুবর্ণ আমায় দক্ষিণা দাও।

রাজা। (সভয়ে স্বগত) রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে এক শত সুবর্ণ কোথা পা'ব? (চিন্তা করিয়া প্রকাশে) ভগবন্! তথাস্তু—তাই দেব, কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আজ হ'তে এক মাস আমায় সময় দিতে হবে।

বিশ্বা। আচ্ছা এক মাস সময় তোমায় দিলাম, কিন্তু তুমি এ পৃথিবী দান করেছ, এতে তোমার আর কোনও অধিকার নাই—সুতরাং তুমি পৃথিবী হ'তে দক্ষিণাসংগ্রহ কর্‌তে পাবে না—অন্য কোনও স্থান হ'তে সংগ্রহকর্‌তে হবে।

রাজা। (সভয়ে স্বগত) এই বার ত বড় বিপদ! এর উপায় কি হ'বে? (বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হ'য়েছে—উপায় হ'য়েছে—ভগবান্ মহাদেবের যে বারাণসী নগরী, সে ত পৃথিবী নয়—পৃথিবী বাসুকির ফণার উপরে স্থাপিত—বারাণসী শিবের ত্রিশূলোপরি স্থাপিত—সুতরাং উহা পৃথিবী হ'তে বিচ্ছিন্ন; দেবতারা উহাকে স্বর্গপুরী বলেন—অতএব ঐ স্থান হ'তে দক্ষিণাসংগ্রহ কর্‌লে মুনির ত আর আপত্তি থাক্‌বে না (প্রকাশে) ভগবন্! আপনি যে আজ্ঞা কর্‌ছেন, তাই কর্‌ব। (আভরণ সকল গাত্র হইতে খুলিয়া) ভগবন্! এই সকল আভরণ, এই রাজমুকুট, এই ধনু, এই সকল অস্ত্র, এ সমুদয়, রাজলক্ষ্মী ও পৃথিবীর সঙ্গে আপনকার চরণে অর্পণ কর্‌লেম—আপনি দৃষ্টিপাত ক'রে কৃতার্থ করুন (প্রণাম করিয়া উঠিয়া সহর্ষে স্বগত) আমি ভেবেছিলাম যে, মুনির এই ক্রোধ আমার মস্তকে বজ্র হ'য়ে পড়্‌বে—কিন্তু তা না হ'য়ে সৌভাগ্যক্রমে ফুলের মালা হ'লো! যাহো'ক এখন পৃথিবীর নিকট বিদায় লওয়া উচিত।

গীত। (১১)

রাগিণী শোহিনী—তাল মধ্যমান।

এখন্ প্রণাম তোমায় আমি করি। (বসুন্ধরে !)
রেখো হে রেখো হে মনে যেওনা পাসরি॥
সূর্য্যবংশে রাজা যত, তোমার পালন কত,
করেছেন অবিরত, রাজদণ্ড ধরি।
আমিও শকতি মতে, তোমার মন তুষিতে,
সেবিয়াছি বিধিমতে, দিবস শর্ব্বরী——
(আজি) ব্রাহ্মণে তোমারে দিয়া, প্রসন্ন হইল হিয়া,
অপরাধ যত মম, ক্ষম ক্ষেমঙ্করি॥

যাহো'ক এখন্ একবার অযোধ্যায় গিয়ে শৈব্যা ও বৎস রোহিতাশ্বকে সান্ত্বনা ক'রে, বারাণসীতেই গমন করি। (প্রকাশে) ভগবন্! এক্ষণে আমায় অনুমতি করুন—একবার অযোধ্যায় যাই—যে সকল কর্ম্ম আরম্ভ করা আছে—সম্পন্ন করি—তৎপরে দক্ষিণা-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করি।

বিশ্বা। (সবিস্ময়ে স্বগত) উঃ! ব্যাটার মনের কি দৃঢ়তা!—ব্যাটা সমস্ত পৃথিবীর রাজা ছিল—এখন পথের ভিখারী হ'তে হবে—অথবা পৃথিবী ত্যাগ ক'রে যেতে হবে—তবুত মন একবার টল্‌লো না! ধন্য ধৈর্য্য! ধন্য মহানুভাবতা! তা যাহো'ক—আমাকে কিন্তু ব্যাটার কতদূর দৌড়—তা একবার দেখ্‌তে হবে। আমি—

রাজ্যভ্রষ্ট করিলাম তোমারে যেমন।
সত্যপথ হ'তে ভ্রষ্ট করিব তেমন॥
যত দিন সেই কার্য্য সিদ্ধ না হইবে।
তত দিন এই ক্রোধ হৃদয়ে জ্বলিবে॥

(প্রকাশে) আচ্ছা রাজন্! তাই হউক।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

বারাণসীর প্রান্তভাগস্থিত রাজপথ।

গান করিতে করিতে নন্দীর প্রবেশ।

গীত। (১২)

রাগিণী ভৈরব—তাল তেতালা।

জয় শিব শঙ্কর, শম্ভু মহেশ্বর, পঞ্চানন পরমেশ হে।
" জটাজূটধর, শ্মশানসঞ্চর, ত্রিলোচন ভীমবেশ হে।
" বিভূতি-ভূষিত, ভুজঙ্গ-মণ্ডিত, কপালশোভিতশীর্ষ হে।
" শশাঙ্কশেখর, নীলকণ্ঠ হর, মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর হে।
" ব্যাঘ্রাজিনাম্বর, পিনাকধনুর্দ্ধর, বৃষবরবাহন হে।
" ত্রিপুর মর্দ্দন, অন্ধক নাশন, মদন দহন কর হে।
" ভূতগণেশ্বর, যজ্ঞবিঘ্ন কর, ত্রিশূল-শোভিত হস্ত হে।
" ভবাব্ধিতারক, ভবানীনায়ক, ভক্ত-ভয়-ভঞ্জন হে।
হর হর বিশ্বেশ্বর!—বম্ বম্ বম্ বম্ বম্——

ভৃঙ্গীর প্রবেশ।

ভৃঙ্গী। কি গো নন্দী দাদা!—নির্জ্জন রাস্তা পেয়ে গান ধরেছ?

নন্দী। কে হে ভৃঙ্গী ভায়া!—এস এস—হাঁ ভাই—বাবার নাম করছিলাম—তা আমাদের আর কাজ্ কি।

ভৃঙ্গী। তা বেশ!—আমিও দূর হ'তে শুন্‌লেম—বড় মিষ্টি লাগ্‌লো—তাই এ দিকে এলেম। নন্দী দাদা! আমাদের সেই রকম হাত ধরাধরি ক'রে নেচে নেচে বাবার নামগাওয়া অনেক দিন হয় নি—তা আজ্ একবার হো'ক্ না কেন?

নন্দী। আমার তাতে আলস্য নাই।

ভৃঙ্গী। তবে এসো।

উভয়ের হস্তধরাধরি করিয়া নৃত্য ও

গীত। (১৩)

রাগিণী পিলু—তাল পোস্ত।

ভজ মন সদাশিবে, রাত্রি দিবে যায় রে মিছে।
পড় মন তার চরণে, যে জোরেতে যম জিনেছে॥
ববম্ ববম্ বাজে গালে, ভভম্ ভভম্ শিঙ্গায় তালে,
ধক্ ধক্ ধক্ বহ্নি ভালে, যাতে মদন ছার হয়েছে॥
কল্ কল্ কল্ জটায় জল, ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ ফণীর দল,
(আরা) কিল্ কিল্ কিল্ ভূতের মেলা, নেচে নেচে যায় যায় রে পিছে॥

বহুবিধ নৃত্য।

ভৃঙ্গী। নন্দী দাদা! আমাদের নাচন ত একপ্রকার হ'লো। বাবা বিশ্বেশ্বরের ঘরের সুমুখে সন্ধের পর যে নটীগুলো নাচে—তুমি যদি রাগ না করো—তাদের গোটা দুইকে ধরে এনে এই খানে একবার নাচ্‌য়ে নিই। তাদের সঙ্গে আমিও একবার নাচ্‌বো।

নন্দী। তোমার কথায় তারা আস্‌বে কেন?

ভৃঙ্গী। ওঃ আস্‌বে কেন?—গরুড়ে যেমন সাপ মুখে করে আনে, তেমনই ধরে আনি দেখ। (প্রস্থান এবং নর্ত্তকীদ্বয়ের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

নন্দীদাদা! এই এনেছি—(নর্ত্তকীদিগের প্রতি) তোরা খানিক বেস্ করে নাচ্—যদি ভাল করে না নাচিস্ তবে (বিকৃতাস্যে ভয় প্রদর্শন)

নর্ত্তকীদ্বয়ের নৃত্য—শেষে ভৃঙ্গীরও সেই নৃত্যে যোগদান।

নন্দী। ভৃঙ্গীভায়া থাম, আর রাত্রি নাই, এখন্ আর নৃত্য কাজ নাই—এখন্ চল, আপন আপন কাজ দেখা যাগ্‌গে।

ভৃঙ্গী। (থামিয়া নর্ত্তকীদিগের প্রতি) তবে তোরা এখন্ ঘরে যা—নন্দীদাদা রাগ কর্‌ছে। তোরা বেশ নেচেছিস্—বাবার আশীর্ব্বাদে যেন আমাদের মত তোদের সুন্দর বর হয়।

নর্ত্তকীদ্বয়ের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

নন্দী। ভৃঙ্গীভায়া—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, এখন্ যাও।

ভৃঙ্গী। আমি বিল্বপত্র আন্‌তে যাচ্ছিলাম—তুমি দাদা কোথায় যাচ্ছিলে?

নন্দী। গত রাত্রির কথাটা বোধহয় শোন নি—তা বলি শোন—অযোধ্যার রাজা পরমধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে দৈবক্রমে বিশ্বামিত্র মুনির বিদ্যাসিদ্ধির ব্যাঘাত করায়, মুনি বড় কোপ করেন; রাজা মুনির কোপশান্তির জন্যে সমুদায় পৃথিবী তাঁকে দান করেন; মুনি তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে, আবার এক শত সুবর্ণ দক্ষিণা চান; রাজা তাও দিতে অঙ্গীকার করেন কিন্তু শীঘ্র দিতে পার্‌বেন না ভেবে, এক মাসের মেয়াদ লন্; রাজাকে কষ্ট দিবার জন্যে মুনি আবার বলেন, তুমি পৃথিবী দান করেছ—পৃথিবীতে তোমার অধিকার নেই অন্য স্থান হ'তে সুবর্ণসংগ্রহ ক'রে দিতে হবে।

ভৃঙ্গী। নন্দীদাদা! মুনি বেটা ত বড় দুষ্টু!

নন্দী। রাজা প্রথমে বড় চিন্তিত হন্—তার পর ভাবেন আমাদের বাবার এই যে বারাণসীপুরী, এ ত পৃথিবীছাড়া স্থান—অতএব এখান হ'তেই সংগ্রহ করে দিবেন।

ভৃঙ্গী। রাজাডার বুদ্ধিও বড় কম নয়! তার পর?

নন্দী। তার পর মুনির অনুমতি নিয়ে, রাজধানী অযোধ্যায় যান; সেখানে পুরবাসী জনপদবাসী সুহৃৎ মন্ত্রী প্রভৃতি সকল লোককে আ-হ্বান ক'রে সকল বিবরণ জানান; পরে মহিষী শৈব্যা ও পুত্র বালক রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসী আস্‌বার জন্যে নগরী ত্যাগকরেছেন; নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়েছিল—তিনি কতপ্রকার সান্ত্বনা ক'রে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ভৃঙ্গী। নন্দীদাদা! বাবা বিশ্বেশ্বর এ সকল সংবাদ জানেন?

নন্দী। ভায়া তুমি পাগল না কি? তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কি কিছু আছে? কাল্ রাত্রে আমি যখন্ পদসেবা করি, তখন্ তিনি মা অন্ন-পূর্ণার কাছে এই সকল কথা বল্‌ছিলেন। বল্‌বার সময়ে রাজার নি-র্দ্দোষতা ও মুনির নিষ্ঠুরতা মনে হ'য়ে বাবার ক্রোধ জ্ব'লে উঠ্‌লো—ঘামে গায়ের বিভূতিসকল কাদা হ'য়ে গেল; সাপগুলো গর্জ্জে উঠ্‌লো; জটা খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো; ভিতরের মা গঙ্গা কল্ কল্ শব্দ আরম্ভ কর্‌লেন, আর কপালের অগ্নি ধক্ ধক্ ক'রে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো—আমি ভাব্‌লেম বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত।

ভৃঙ্গী। দাদা! বাবার ত রাগ হবেই—আমারও এম্‌নই রাগ হচ্চে যে, এই ত্রিশূল দিয়ে মুনি ব্যাটার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনি—তার পর তার পর?—

নন্দী। তার পর মা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। মুনির উপর রাগ করা তোমার উচিত নয়—অদৃষ্টে যা আছে—কর্ম্মের ফল যা আছে—ভবি-তব্য যা আছে—তার কি কিছুতে খণ্ডন হয়? নাথ! তুমি কি বিস্মৃত হ'য়ে গেলে? বিশ্বামিত্রের বিদ্যাসিদ্ধির বিঘ্ন ও হরিশ্চন্দ্রের সত্য-

পরীক্ষা করা এই দুইটী কাজ্ দেবতাদের অভিপ্রেত হয়; তন্মধ্যে প্রথমটীর জন্যে হরিশ্চন্দ্র নিযুক্ত ও দ্বিতীয়টীর জন্যে বিশ্বামিত্র নিযুক্ত হন্। হরিশ্চন্দ্র দৈবশক্তির আবির্ভাবেই নিজ কার্য্য সম্পন্ন করেছেন, এখন্ বিশ্বামিত্র স্বকার্য্য সিদ্ধ কর্ছেন। এই কার্য্যসিদ্ধির জন্যে তাঁকে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তে হয়েছে, এবং পরে হবে, সে সকল মনে কর্লে বিশ্বামিত্রকে ত নিতান্ত পাষণ্ড ও নরাধম বলিয়া বোধ জন্মে; কিন্তু সত্যই কি তিনি তত নিষ্ঠুর ও তত পাষণ্ড?—কখনই না। দৈব ইচ্ছাই তাঁর ওরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কর্বার ইচ্ছার মূল। সুতরাং অন্যে তাঁকে দোষে—দোষুক—তোমাদের তাঁর প্রতি দোষ দেওয়া উচিত নয়। হরিশ্চন্দ্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে, যে ফল হবে, তাও ত তোমার জানা আছে—তবে আর মিছে রাগ কর কেন?

ভৃঙ্গী। তার পর?

নন্দী। তার পর মায়ের কথায় বাবা ভোলানাথের দৈব বৃত্তান্ত স্মরণ হ'লো; ঠাণ্ডা ও লজ্জিত হলেন—হ'য়ে আমাকে বল্লেন নন্দী! হরিশ্চন্দ্র কল্য প্রাতেই এখানে পৌঁছিবেন—তোমরা তার প্রতি দৃষ্টি রেখ। (পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি করিয়া) রাত্রিও প্রভাত হলো—ঐ দেখ—

গীত। (১৪)

রাগিণী ললিত—তাল আড়া ঠেকা।

কিবা অপরূপ শোভা গগনে উদিত হলো।
তরুণ অরুণ আভা, জগতে রাঙায়ে দিল॥
অস্তাচলে শশী চলে, আদিত্য উদয়াচলে,
কুমুদী মুদিল আঁখি, কমল সুখে হাসিল—
সুখ দুঃখ এ সংসারে, চক্রমত ঘোরে ফেরে,
তাই বুঝি বুঝাবারে, বিধি প্রভাত সৃজিল॥

এখন্ চলো—আমরা আপন আপন কাজে যাই—(নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ দেখ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রও চিন্তামগ্ন হ'য়ে আস্তে আস্তে আস্ছেন, এখন্ চল—আমরা যাই।

নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রস্থান।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। (সচিন্তভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে) কয়দিন দিবারাত্রি হেঁটে হেঁটে আজ্ বারাণসীর নিকটে উপস্থিত হলেম্। (কাতরস্বরে) শৈব্যা—রাজমহিষী; কখনও সূর্য্যের মুখ দেখেন নি—প্রমদ উদ্যানে বিচরণ কর্‌তেও তাঁর পায়ে কত ব্যথা হতো!—তিনি এই পাহাড় পর্ব্বত-ময় দুরন্ত পথে—এই প্রচণ্ড রৌদ্রে—বৎস রোহিতাশ্বকে কোলে নিয়ে পায়ে হেঁটে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছেন। আহা! প্রিয়তমা দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শয্যাতে শয়ন ক'রেও যদি একটী চাঁপা ফুলের উপর চেপে শুতেন—অঙ্গে বেদনাবোধ হ'তো—কিন্তু এ কদিন পথশ্রমে কাতর হ'য়ে—গাছের তলায়—ধূলার উপর—হাতে মাথা রেখে—অগাধে নিদ্রা গেছেন্! বৎস রোহিতাশ্বকে কত সুগন্ধ সুস্বাদ উপাদেয় মিষ্টান্ন সকল ভোজন কর্‌য়েও মনে তৃপ্তি হতো না—এ কদিন তাকে কটুতিক্ত সিদ্ধপক্ক আর জল আহার কর্‌য়ে রাখ্‌তে হয়েছে। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) জগদীশ! সকলই তোমার খেলা।—বৎস রোহিতাশ্বকে নিয়ে অযোধ্যায় থাক্‌বার জন্যে প্রিয়তমাকে কত অনুরোধ কর্‌লেম্—কত বুঝালেম্—কিছুতেই শুন্‌লেননা—প্রিয় বয়স্য বসন্তক ও বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুভূতিকে সঙ্গে নিয়ে আমার পশ্চাৎ বের্‌য়ে পড়্‌লেন। (চকিতভাবে) তা যাই হো'ক্—এ দিকে সময় অতীত হ'লো—আজ্ এক মাস পূর্ণ হবে। যে-কোনও রূপে হো'ক্—সত্যরক্ষা কর্‌তেই হবে। মুনি যেরূপ কোপন-স্বভাব, তাতে ক্ষমা পাবার সম্ভাবনা নেই। এ ব্রহ্মস্ব পরিশোধ না ক'রে প্রাণত্যাগ কর্‌লেও ত মঙ্গল নেই।—এখন্ কি করি!—দক্ষিণাসংগ্রহ কর্‌বার কোনও ত উপায় দেখ্‌ছি না—সকল দিক্ শূন্য বোধ হচ্চে। (অগ্রভাগে

দৃষ্টি করিয়া সহর্ষে) এইত সম্মুখে কাশীপুরী! (কৃতাঞ্জলি) ভগবতি বারাণসি! তোমায় প্রণাম করি। (নগরীর প্রতি কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দৃষ্টি করিয়া)—

কত জপ কত তপ সন্ন্যাস আশ্রম।
প্রাণায়াম চিত্তরোধ ধ্যান শম দম॥
এ সব আশ্রয়করি যোগী ঋষি গণ।
মুক্তিহেতু কতকাল করেন সাধন॥
হেন মুক্তি এইপুরে অনায়াসে হয়।
শিয়রে বসেন শিব মৃত্যুর সময়॥
কর্ণমূলে দেন মন্ত্র সংসার-তারক।
ত'রে যায় পাপী সব না দেখে নরক॥

ভগবান্ বিশ্বেশ্বর মা অন্নপূর্ণার সহিত নিয়ত কাল এই স্থলে বাস করেন; আর প্রতিদিন কোটি কোটি পাপীকে সংসারবন্ধ হ'তে মুক্ত ক'রে দেন। এ পাপীও তাঁদের শরণাপন্ন হ'লো—দয়া ক'রে একে ব্রাহ্মণের সত্যবন্ধ হ'তে—মুক্ত কর্‌বেন না কি? (চিন্তা করিয়া) কি করি!—

কুবেরেরে জয়করি আনিব কি ধন?
ধনুক ধরিবে কেন রাজ্যহীন জন॥
ভিক্ষা করি দক্ষিণা কি করিব সঞ্চয়?
ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের ত নয়॥
বাণিজ্য করিলে হয় ধন-উপার্জ্জন।
কিরূপে বাণিজ্য হবে নাই মূলধন॥
কেমনে কোথায় গিয়া এত ধন পাই?
এ দিকে অপেক্ষাকাল এক দিন (ও) নাই॥

হতভাগার অদৃষ্টে কি আছে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। (চিন্তা করিয়া সবিতর্কে) স্ত্রী পুত্র আর নিজ শরীর এই তিনটী বস্তু দানাবশিষ্ট;—এই তিনটী মাত্র আমার অধিকারে আছে—কিন্তু এই তিনটীর কোনওটীর দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি কিরূপে হ'বে, তার ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি

না—যেরূপেই হোক্, সত্যরক্ষা কর্‌বোই—সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে ইহলোক পরলোক নষ্ট কর্‌বো না। (সকরুণে) দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্তা দেবী রোহিতাশ্বকে নিয়ে এখনও পৌঁছিতে পারেন নি। আমিও ত আর এখানে অপেক্ষা করতে পারি নে; নগরমধ্যে গিয়ে কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখি। (দৃষ্টি করিয়া) বেলাও প্রায় মধ্যাহ্ন হ'য়ে উঠ্‌লো—

প্রচণ্ড তপন তীক্ষ্ণ তাপ করে দান।
বিশ্বামিত্র মুনি যেন ক্রোধনেত্রে চান॥
রবি-করে পথ তপ্ত হয়েছে তেমন।
শোকানলে মোর মন তেতেছে যেমন॥
ক্ষীণদশা ছায়া মোর মহিষীর সনে।
তরুর তলেতে বসে বিধিবিড়ম্বনে॥

এখন্ দেখ্‌ছি—সময়ের শেষ উপস্থিত হ'লো—অথবা হরিশ্চন্দ্রেরই শেষ উপস্থিত হ'লো।—হা হতভাগ্য! তোর কি দশা হ'লো? (উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতে উপবেশন) দুরাত্মন্ পাপিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র! তুই ব্রাহ্মণের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা না দিয়ে ব্রহ্মস্ব-দগ্ধ হলি!—আর সত্যভ্রষ্ট হলি!—তুই এখন্ কোথায় যাবি? কোন্ লোকে তোর গতি হবে? কোন নরকেও যে তোর স্থান হবে না রে! হায় হায়—কি হলো রে—কি হলো!—

(মূর্চ্ছা ও পতন।)

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) হরিশ্চন্দ্র আর ক্ষণকাল না এলেই বিদ্যাসিদ্ধি হয়েছিল; দুরাত্মা কি বিঘ্নটাই করেছে!—এখন্ এত অনুনয় বিনয় কর্‌ছে—কিন্তু এ রাগ কোনওরূপেই থাম্‌ছে না—মনে হলেই বুক পুড়ে উঠ্‌ছে। দুরাত্মা বারাণসী এসে দক্ষিণাসংগ্রহ কর্‌বে, বলেছিল—দেখা যাক্—ব্যাটা এলো কি না? আর কেমন ক'রে সত্যরক্ষা করে—দুরাত্মন্!—

রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছি তোমারে যেমন।
সত্যপথ হ'তে ভ্রষ্ট করিব তেমন ॥
যতদিন সেই কার্য্য সিদ্ধ না হইবে।
ততদিন এই অগ্নি হৃদয়ে জ্বলিবে ॥

(রাজাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই যে দুরাত্মা এসে উপস্থিত! অথবা ব্যাটা দুরাত্মা নয়—মহাত্মাই। যাহো'ক্ আমাকে কিন্তু দাদ্ তুল্‌তেই হবে। (নিকটে যাইয়া) একি! ব্যাটা এমন হ'য়ে প'ড়ে কেন?—মূর্চ্ছা হয়েছে বুঝি?—তা হোক্, গায়ে বিষ্ঠা মাখ্‌লে যমে ছাড়ে না—আমি ছাড়্‌বার পাত্র নই (পদাঘাত) রে পাপিষ্ঠ! এখনও দক্ষিণাসুবর্ণ সংগ্রহ হ'লো না?

রাজা। (চৈতন্য পাইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া) এ কি? ভগবান্ কৌশিক! ভগবন্! প্রণাম করি

বিশ্বা। ধিক্ পাপিষ্ঠ! এখনও মধুময় মিথ্যা কথা ব'লে আমায় প্রতারণা কর্‌ছিস?

রাজা। (কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া) ভগবন্! ক্ষান্ত হোন্—ক্ষান্ত হোন্।

বিশ্বা। (সক্রোধে) ধিক্ অনার্য্য! সময় পূর্ণ হ'লো—তথাপি দক্ষিণা দিচ্চিস্ না—কেবল শুষ্ক মিষ্ট কথায় ভুল্‌য়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিস্—দাঁড়া—আর আমি ক্রোধ সম্বরণকর্‌তে পারি না—এই শাপানলে তোরে ভস্ম করি। (শাপজলগ্রহণ)

রাজা। (সসম্ভ্রমে চরণে পতিত হইয়া) ভগবন্! প্রসন্ন হোন্—ক্ষান্ত হোন্—ক্ষান্ত হোন্। আজ্ সূর্য্য অস্ত হবার পূর্ব্বে যদি আপনি দক্ষিণা না পান—তখন্—চাই শাপ দেন—চাই বধ করেন—যা আপনার ইচ্ছা, তাই কর্‌বেন। এখন্ ক্ষান্ত হোন্—নগরমধ্যে চলুন।

বিশ্বা। (শাপজল ফেলিয়া) আচ্ছা—চল্—সেই খানে গিয়াই দে। আমিও মাধ্যাহ্নিক স্নান ক'রে আস্‌ছি।

(প্রস্থান।)

রাজা। (সনির্ব্বেদে)—

গীত। (১৫)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ঋণ বিষম জঞ্জাল।

ঋণেতে আবদ্ধ হ'লে নষ্ট ইহ-পরকাল ॥

কাছে আসে মহাজন, চমকিয়া উঠে মন,

শোণিত শুখায় দেখে, সে মুখ করাল—

সংসারেতে সুখ তার, মহাজন নাই যার,

খাদকের মোর মত পোড়ান কপাল ॥

(পরিক্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া)

এ ত দেখ্‌চি বাজার (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) এখানে ত দেখ্‌ছি কত লোকে—কতরূপ দ্রব্য বিক্রয়কর্‌চে; কত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কত অর্থ পাচ্চে। এ দিকে দেখ্‌চি রাশিরাশি পণ্য সাজান রয়েছে; ঐ সব নেবার জন্যে কত লোকে অর্থহস্তে দাঁড়্‌য়ে আছে। কেউ বা দ্রব্য কিনে ঝন্ ঝন্ শব্দে মুদ্রা গণেদিচ্চে (চিন্তা করিয়া) হায় আমার এমন্ কিছুই নেই যা বিক্রয়ক'রে কিছু অর্থ পাই। (সবিতর্কে) পত্নী পুত্র ও নিজদেহ এই তিনটীতে ত আমার অধিকার আছে—(চিন্তা করিয়া) তবে বেশ পরামর্শ হয়েছে—নিজ শরীরই বিক্রয় ক'রে অর্থসংগ্রহ কর্‌বো—সত্যরক্ষাকর্‌বো—বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে!!—(পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) দেবী এখনও আসেন নি—তিনি এলে অনেক বিঘ্ন ঘট্‌বে—এই বেলা সত্বরে কার্য্যসিদ্ধি ক'রে নিই (মস্তকেরউপর তৃণ রাখিয়া সধৈর্য্যে)

শুন শুন সাধুগণ, সাধিবারে প্রয়োজন,

নিজ দেহ করিব বিক্রয়।

শত স্বর্ণ মূল্য দেও, এই দেহ কিনে নেও,

যার ইথে প্রয়োজন হয় ॥

নেপথ্যে। কি হে!—শরীর-বিক্রয়!—এ দারুণ কর্ম্ম তুমি কেন কর্‌ছ?

রাজা। ভাই! তোমার সে কথায় কাজ্ কি? সংসার বিচিত্র স্থান! (অন্য দিকে যাইয়া) শুন শুন সাধুগণ (ইত্যাদি পাঠ)

নেপথ্যে। তোমার কিরূপ ক্ষমতা আছে হে? কি কর্ম্ম জান? কি কর্ম্ম কর্‌তে পার?

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) প্রভু যা আজ্ঞা কর্‌বেন—প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই ভৃত্যের পরম ধর্ম্ম।

নেপথ্যে। তুমি দাম্‌টা বড় চড়া বলেছ—অত দাম দেওয়া যায় না—কিছু কম্‌য়ে জম্‌য়ে-ফের্ বল।

রাজা। (সখেদে) সাধুগণ! আমরা ক্ষত্রিয়—বার বার বল্‌তে জানি না—তা তোমরা যাও। (পুনর্ব্বার অপর দিকে) শুন শুন সাধুগণ! ইত্যাদি পাঠ।

নেপথ্যে। আর্য্যপুত্র! কর কি? কর কি? আমি যাচ্চি।

রাজা। (সকাতর্য্যে) দেবী উপস্থিত যে!—তবে ত আর মনোরথ সিদ্ধ হয় না!

বালকের হস্ত ধরিয়া শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। (সসম্ভ্রমে) আর্য্যপুত্র! কর কি? কর কি? আমি এসেছি।

রাজা। (সকাতর্য্যে) প্রিয়ে! আর কিছুক্ষণ পরে এলেই ভাল হ'তো।

শৈব্যা। (রোদন সম্বরণ করিয়া) কেন নাথ!—আমি কি ক্ষত্রিয়-কন্যা নই?—আমি কি তোমার মহিষী নই? সত্যরক্ষার কি ফল—তা আমি কি জানি না? আমি তোমার মুখেই শত শত বার শুনেছি

যে, এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল একদিকে দিয়ে, আর একটী সত্য-কথার ফল অন্য দিকে দিয়ে, যদি দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করা যায়—তা হ'লে, হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল অপেক্ষা এক সত্যকথার ফল বেশী ভারী হয়। তা নাথ! যে কোনও প্রকারে হো'ক সত্যরক্ষা অবশ্যই কর্‌তে হবে; তা আমি জানি; কিন্তু আমি বলি—বলি—আমার ত পুত্র হ'য়েছে—তাআমায়—(অধোমুখে রোদন)

রাজা। (অধীরভাবে) প্রিয়ে! থাম্‌লে কেন? কি বল্‌ছিলে বল—বল—(বক্ষে করাঘাত) হরিশ্চন্দ্রের এ হৃদয় পাষাণময়—এ সকলই সইতে পার্‌বে।

শৈব্যা। (রোদনসম্বরণ করিয়া) সাধু লোকে পুত্রের জন্যেই বিবাহ করে—আমার পুত্র হয়েছে—তা নাথ! আমায় বিক্রয় করে তুমি ঋষির ঋণ হ'তে মুক্ত হও।

রাজা। (অত্যন্ত অধৈর্য্যে) প্রিয়ে! কি বল্‌লে? তোমায় বিক্রয় করে ধনসংগ্রহ কর্‌বো? প্রেয়সি! তুমি এ কথা কেমন ক'রে মুখ দিয়ে বাহির কর্‌লে? হৃদয়! তুমি এ কথা শুনে কিরূপে স্থির হয়ে রৈলে?—হা প্রিয়তমে!—(মূর্চ্ছা ও পতন)

শৈব্যা। (সসম্ভ্রমে) ওমা কি হ'লো! ওমা কি হ'লো! ওমা কি হবে! (নিকটে যাইয়া অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া) ওমা শরীর যে একবারে নিস্পন্দ—চক্ষুর পলক পড়্‌ছে না! এ কি?—এ কি মূর্চ্ছা?—নিকটে জল নেই যে, একটু মুখে দেব।

বালক। (বিহ্বলমুখে) মা আমি জল আন্‌বো?

শৈব্যা। যাদু!—সোণার গোপাল! পাও ত—দেখ বাবা!

(বালকের প্রস্থান)

শৈব্যা। একটু বাতাস করি—যদি তাতে চৈতন্য হয় (অঞ্চলের দ্বারা বীজন করিতে করিতে সরোদনে) প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! প্রাণবল্লভ!

তুমি কি হ'য়ে পড়েছ?—তোমার এ অবস্থা দেখে আমার প্রাণ যে ফেটে যায়!—হায় মহারাজ! তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হ'য়ে, কিরূপে শুয়েছ? তুমি অগুরুচন্দনে শরীর লিপ্ত ক'রে দুধের ফেণার মত কোমল শয্যায় শয়ন কর্‌তে—কিঙ্করীরা দুদিক্ হ'তে চামর ঢুলাত, তবে তোমার নিদ্রা হ'তো,—মহারাজ! এই রৌদ্রে—এই পথের মাঝে—এই ধূলার উপরে—তোমার এরূপে ঘুমান কি শোভা পায়?—হায়! এতটা বেলা হয়েছে—কিছু ভোজন করা দূরে থাক্—মুখে একটু জলও দেওনি—মুখ শুখ্‌য়ে গেছে—চক্ষু কোটরে ঢুকেছে—দাঁত বাহির হ'য়ে পড়েছে!—হায় প্রাণেশ্বর! তোমার এ অবস্থা দেখেও আমি বেঁচে রয়েছি?—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ। (মূর্চ্ছা ও পতন)

বালকের প্রবেশ।

বাল। মা জল কোথাও পেলেম না—মা আমায় বড় রোদ্ লেগেছে—আমায় খাবার দে—আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।—বাবা! আমি জল খাবো—আমার বড় তেষ্ণা পেয়েছে—এই দেখো—না (জিহ্বা প্রদর্শন) জিব শুখ্‌য়ে গেছে।—বাঃ! কেউ কথা কন্ না! (নিকটে যাইয় বাঃ! ওঁরা দুজনে ঘুম্‌য়ে আছেন—আর আমার ক্ষিদে পেয়েছে! (রোদন)

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। এই যে দুটোতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে আছে। (কমণ্ডলু-জলসেক—শীতলজলস্পর্শে উভয়ের সংজ্ঞালাভ এবং উঠিয়া উপবেশন)

বিশ্বা। দুরাত্মন্ হরিশ্চন্দ্র! এখনও তুই দক্ষিণা দিলি না? সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে যে নরকগামী হবি, সে চিন্তা কর্‌লি না?—আর বেলা দেড় প্রহর আছে—এর মধ্যে যদি না দিস্—তবে সূর্য্য অস্ত হলেই নিশ্চয়ই তোরে শাপানলে দগ্ধ কর্‌বো। এখন্ আমি যাই, আমার সন্ধ্যাহ্নিক কিছু বাকী আছে—শেষ ক'রে আসি (প্রস্থান)

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস—ও অধোমুখে অবস্থান)

শৈব্যা। জীবিতেশ্বর! তুমি এত চিন্তা কর্‌ছ কেন?—আমি যা বলেছি—তাই কর।—ইহকালের সুখ দিন কত বৈ নয়—আমাদের ভাগ্যে যত দিন সে সুখ ভোগ কর্‌বার ছিল, তা হ'য়ে গেছে—(সরোদনে) তা ফুরিয়ে গেছে,—এখন্ পরকালের অনন্ত সুখে যাতে না কাঁটা পড়ে, তার চেষ্টা দেখ। নাথ! তুমি যে সত্যভ্রষ্ট হ'য়ে নরকগামী হবে, আমার প্রাণে তা সবে না।

রাজা। (সরোদনে) প্রেয়সি! যা বল্‌ছ সকলি সত্য, কিন্তু যে কথা মুখ দিয়ে বা'র কর্‌তেই বুক বিদীর্ণ হ'য়ে যায়—সে কাজ্ আমি কি রূপে কর্‌বো? হা হা হা! আমি কি হতভাগা! আমায় স্ত্রীবিক্রয় ক'রে ধন উপার্জ্জন কর্‌তে হ'লো! ধিক্ ধিক্!—আমায় ধিক্!—হা দৈব! তুমি হরিশ্চন্দ্রের কপালে এতই দুঃখ লিখেছিলে!

শৈব্যা। (কাতরস্বরে) মহারাজ! অত কাতর হ'য়ো না—আমি সকল দুঃখ সৈতে পারি—তোমার কাতর মুখ দেখ্‌তে পারিনে—দেখ্‌লে আমার বুক্ ফেটে যায়।—কি কর্‌বে?—আর কোনও উপায় নেই। কিঞ্চিৎ ঐহিক ক্লেশের জন্যে পরকাল নষ্ট ক'রো না। আমায় অনুমতি দেও—আমি কা'রো দাসী হইগে। যদি ঈশ্বর থাকেন—যদি ধর্ম্ম থাকেন—তবে এই সত্যরক্ষার ফল অবশ্যই ফল্‌বে। ইহকাল ত গেল—পরকালে আবার যেন তোমাকে পাই—এবং এমনরূপে পাই যে, আর কখনও ছাড়া ছাড়ি না হয়।

রাজা। (কাতরস্বরে) প্রিয়ে! বুঝ্‌লাম পত্নীর মত মানুষের বিপৎকালের বন্ধু সংসারে আর কেউ নেই। তুমি পতিব্রতা সাধ্বী—তোমার কখনও বিপদ্ ঘটবে না—তুমি বুদ্ধিমতী—যা ভাল বোঝ, তাই কর—আমার এখন্ বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে—আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না—হা নিষ্ঠুর—পাপিষ্ঠ—নরাধম—হরিশ্চন্দ্র! তোর অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নেই। (রোদন ও একান্তে অবস্থান।)

শৈব্যা। নাথ! তোমার আজ্ঞা পেলেম্—এখন্ আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি। (মস্তকে তৃণ দিয়া কাতরস্বরে) সাধুগণ! মূল্য দিয়ে এই নিয়মদাসীকে কিনে নেও।

নেপথ্যে। তুমি নিয়মদাসী হবে? তোমার নিয়ম কিরূপ গো?

শৈব্যা। নিয়ম এই যে, পর-পুরুষের উপাসনা কর্‌বো না—আর পরের উচ্ছিষ্ট খাব না—তা ছাড়া যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।

নেপথ্যে। এরূপ কট্‌কেনায় তোমায় কে নেবে?

শৈব্যা। তুমি না নেও—কোনও দীনদয়ালু ব্রাহ্মণ থাক্‌তে পারেন—যাঁর আমায় প্রয়োজন হবে।

ছাত্রসহ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

ভট্টা। (স্বগত) আমি বৃদ্ধ—আমার ভার্য্যা যুবতী; কথায় বলে "বৃদ্ধস্য যুবতী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী" তা ঠিক্ কথা। তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যে আমায় কি না কর্‌তে হচ্চে।—

গীত। (১৬)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কওয়ালী।

কত দুখের ব্রাহ্মণী তা বলিব কি আর।
বৃদ্ধের যুবতী তিনি মণি যেন এই মাথার॥
তাঁর মন তুষিবারে, খেদায়েছি বুড়ো মা রে,
ভগ্নী ভাগ্নে ছিল যত, সব করেছি বাড়ীর বা'র।
ভাই ভাইপো কাক্‌না মরে, দিয়েছি সব ভিন্ন করে,
দেখা হলে কই না কথা, পাছে বাড়ে রাগ তাঁহার।
শালা শ্বশুর কর্ত্তা ঘরে, কত লোকে নিন্দা করে,
তিনি যদি তুষ্ট থাকেন, ব'য়ে গেল তায় আমার॥

সংসারটা ভিন্ন হওয়ায় বড় লোকাভাব হয়েছে—গৃহকর্ম্ম করার

বড় কষ্ট। জল আনা—পাট্ ঝাট্ করা—এ সকলত আর ব্রাহ্মণীকে কর্তে দিতে পারি না—জল কাদা লেগে পায়ের যে আল্‌তা উঠে যাবে ;—কালী লাগ্‌বে—হলুদ্ লাগ্‌বে, এই ভয়ে রাঁধ্‌তে যেতে পারেন না—আর ঘরে গোবর টোবর দেওয়ারত কথাই নাই—তাতে যে হাতে গন্ধ হবে!—সুতরাং এ সকল কাজ্ এই বুড়ো বয়েসে আমাকেই প্রায় কর্‌তে হয়—একটা দাসী যদি পাই—তা হলে বাঁচি। (প্রকাশে) বৎস কৌণ্ডিন্য! সত্যই কি বাজারে দাসীবিক্রয় হচ্চে?

ছাত্র। আজ্ঞে আপনার কাছে আমি কি মিথ্যা বলি?

ভট্টা। তবে চল, দেখা যাক্‌গে (পরিক্রমণ)

ছাত্র। উপাধ্যায়! এই স্থানটায় লোকের বড় ভিড়—বোধ হচ্চে এইখানেই হবে। (নিকটে যাইয়া) সর—সর—সর—তোমরা সর।

শৈব্যা। (কাতরস্বরে) সাধুগণ! মূল্য দিয়ে এই নিয়মদাসীকে কিনে নেও।

বালক। আমাকেও কিনো।

ভট্টা। (দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই সে?—ভদ্রে! তোমার নিয়ম কিরূপ?

শৈব্যা। পর-পুরুষের উপাসনা কর্‌বো না, পরের উচ্ছিষ্ট খাব না—তা ছাড়া সকল কর্ম্ম কর্‌বো।

বালক। আমিও।

ভট্টা। (আহ্লাদে) তোমার বেশ নিয়ম; তা চল—এই নিয়মেই তুমি আমার গৃহে থাক্‌বে—তোমার বালকটীও সেইখানেই থাক্‌বে—আমার ব্রাহ্মণী গৃহকর্ম্ম কর্‌তে পারেন না, তোমরা তাঁর সহায়তা কর্‌বে—তোমাদের উভয়ের মূল্য এই সুবর্ণ লও।

শৈব্যা। (সহর্ষে) যে আজ্ঞা—বাঁচ্‌লেম!

ভট্টা। (বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত)—

মস্তকে ঘোমটা, মুখ বিনত লজ্জায়।
পদ ভিন্ন অন্যদিকে দৃষ্টি নাহি যায়॥
ধীর গতি সুমধুর পরিমিত কথা।
উচ্চকূলে জন্ম এর নাহিক অন্যথা॥

তা এরূপ আকৃতির এমন অবস্থা হওয়া উচিত নয়—কেন এমন হলো? জিজ্ঞাসা করি (প্রকাশে) অয়ি ভদ্রে! তোমার স্বামী বেঁচে আছেন?

শৈব্যা। (শিরশ্চালনে উত্তর দান)

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগকরিয়া আত্মগত) কিরূপে বেঁচে আছে? যে বেঁচে থাকে, তার স্ত্রীর কি এইরূপ দুর্দশা হয়? (অশ্রুমোচন)

ভট্টা। তিনি নিকটে আছেন কি?

শৈব্যা। (সজলনয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টি)

ভট্টা। (স্বগত) ইনিই এর স্বামী! (বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া সবিস্ময়ে)

একি!—— বৃষের সমান স্কন্ধ গজেন্দ্র-গমন।
আজানুলম্বিত বাহু আয়ত লোচন॥
বিশাল বক্ষের পাটা সুদীর্ঘ শরীর।
পৃথিবী পালনে ক্ষম এই মহাবীর॥
মুকুটের স্থান যাহা তৃণ সেই স্থানে।
হা বিধি! তোমার লীলা কোন্ জন জানে॥

(নিকটে যাইয়া) মহাত্মন্! তোমার দুঃখের কথা শুন্‌তে আমার বড়ই লালসা হয়েছে—বল দেখি শুনি, তুমি কি জন্যে এ কাজ কর্‌ছ?

রাজা। (চিন্তা করিয়া আত্মগত) এ সাধুর কথার অন্যথা করা উচিত হয়না (প্রকাশে) আর্য্য! বিস্তরে বল্‌বার স্থান ও সময় নয়—সংক্ষেপে বলি শুনুন—ব্রাহ্মণের দক্ষিণা ধারি, সেই জন্যেই এরূপ কর্‌ছি—আপনি অনুগ্রহ ক'রে এর অধিক শোন্‌বার জন্যে আর আমায় জেদ্ কর্‌বেন না।

ভট্ট। তবে আমার এই ধন তুমি প্রতিগ্রহ কর।

রাজা। (কর্ণে হস্ত দিয়া) ঠাকুর! ক্ষমা করুন্—প্রতিগ্রহবৃত্তি ব্রাহ্মণের—আমাদের নয়। তা যদি আপনি আমাকে দয়ার পাত্র বোধ করেন—তা হ'লে আমার মূল্যসম্বন্ধে দিতে পারেন।

শৈব্যা। (সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে) ঠাকুর! আপনি আমায় আগে কিনেছেন—আমায় ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়—আমায় অনুগ্রহ কর্‌তেই হবে—আমি আপনার শরণাগতা।

ভট্ট। ভদ্রে! আমি এই যে পঞ্চাশ স্বুবর্ণ দিচ্চি—এ তোমাদের দুজনেরই হ'লো—তোমরা আপনারা বিবেচনা ক'রে, যা কর্ত্তব্য হয় কর (ধনদান)

শৈব্যা। (গ্রহণ করিয়া সহর্ষে) এখন্ আর্য্যপুত্রের প্রতিজ্ঞাভার অর্দ্ধেক খালাস্ হ'লো—আমিও কৃতার্থা হ'লেম্।

ভট্ট। (স্বগত) আর এদের কাতরতা দেখ্‌তে পারি না—যাই—

(প্রস্থানের উপক্রম)

শৈব্যা। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সরোদনে) ঠাকুর! ক্ষণকাল আপনি অপেক্ষা করুন্। আমি আর্য্যপুত্রকে জন্মের মত—একবার ভাল ক'রে দেখে নিই।

ভট্ট। এই কৌণ্ডিন্য রৈল।

(প্রস্থান)

শৈব্যা। (রাজার বস্ত্রাঞ্চলে ধন বাঁধিয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি) আর্য্যপুত্র! এই দ্বিজবরের দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত হ'তে আমায় অনুমতি দেন্?

রাজা। (বিক্লবতাসহ) বিধাতাই অনুমতি দিয়েছেন (চক্ষু মুদিয়া আত্মগত) দগ্ধ বিধি! রাজমহিষীকে পরগৃহের পরিচারিকা কর্‌লে? মাথার মণি—পায়ের অলঙ্কার হ'লো?—ভগবন্ সূর্য্যদেব! আজ্ তো-

মার বংশের কুলবধূ বাজারে বিক্রীত হ'লো!—এ লজ্জায় তোমার মুখও অবশ্য মলিন হবে (শোকসম্বরণ করিয়া প্রকাশে) প্রিয়ে!—

ভক্তিভাবে দ্বিজবরে যতনে সেবিবে।
মায়ের মতন এঁর পত্নীরে দেখিবে॥
অবহেলা করিবে না আপনার প্রাণে।
রাখিবে সদাই দৃষ্টি শিশুটীর পানে॥
তার পর দগ্ধ বিধি যাহা করাইবে।
তাহাই করিবে কার সাধ্য নিবারিবে॥

শৈব্যা। যে আজ্ঞা— (নির্গত হইতে উদ্যত হইয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কাতরতা প্রকাশ)

ছাত্র। (সক্রোধে) মাগী শীঘ্র আয়্ না? উপাধ্যায় অনেক দূর গেলেন যে!

শৈব্যা। (সবিনয়ে) ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন্—আর একবার আর্য্যপুত্রকে ভাল ক'রে দেখে নিই।

রাজা। (ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া) প্রিয়ে! আর নয়—ক্ষান্ত হও—ব্রাহ্মণ কষ্ট পান।

শৈব্যা। (রাজার প্রতি সজল দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ পরিক্রমণ)

বালক। বাবা! মা কোথায় যাচ্চে?

রাজা। (সখেদে) যে খানে বিধাতা পাঠাচ্চেন।

বালক। অরে বেটা দুষ্ট বামণ! তুই আমার মাকে কোথা নিযে যাচ্চিস? (ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে হস্তক্ষেপ ও মাতার অঞ্চল ধারণ)

ছাত্র। (সক্রোধে) আরে ম'লো গর্ভদাস! (পদাঘাতে বালককে ভূমিতে পাতন)

বালক। (অধর ফুলাইয়া রোদন এবং পিতা মাতার দিকে সজল দৃষ্টিপাত)

রাজা। ঠাকুর! বালকের অপরাধ নেয় না—তা অমন কর্‌বেন না (পুত্রকে তুলিয়া আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া সশোকে) বৎস! অভিমানে ঠোঁট ফুল্‌য়ে এ পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়ের মুখের দিকে বৃথা তাকাচ্চো—পত্নীপুত্রবিক্রয়ী এ চণ্ডালকে ছেড়ে মায়েরই সঙ্গে যাও।

শৈব্যা। আর্য্যপুত্র! এ মন্দভাগিনীর জন্যে অত শোক ক'রে—ঋষির কার্য্যধ্বংস কর্‌বেন না—(বালকের হস্ত ধরিয়া রাজার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পাত করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ প্রস্থান)

বালক। (সরোদনে) বাবা! ও বাবা! বাবা গো! আমায় কাথা নিয়ে যায়—(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

রাজা। (নির্গমনোন্মুখ পত্নী পুত্রের প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে) য়্যাঁ সব গেল! (মূর্চ্ছা ও পতন)

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। বেটা আবার যে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে! (কমণ্ডলু-জলসেক)

রাজা। (উঠিয়া উপবেশন)

বিশ্বা। (সক্রোধে) এখনও আমার দক্ষিণাসুবর্ণ সংগ্রহ হয়নাই?

রাজা। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) ভগবন্! আপাততঃ এই অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। (সক্রোধে) আঃ——এখনও অর্দ্ধেক?—আমি অর্দ্ধেক লব না—যদি প্রতিশ্রুত দক্ষিণা অবশ্যদেয় বোধ করিস্, তবে সমুদয় একেবারে দে।

নেপথ্যে। ধিক্ তপ—ধিক্ ব্রত—ধিক্ তব জ্ঞানে।
ধিক্ বেদ-অধ্যয়ন—ধিক্ তব মানে॥
এ হেন ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্র নরপতি।
এতেক দুর্গতি তার করিলি দুর্ম্মতি?॥

বিশ্বা। (সক্রোধে) কে রে দুরাত্মগণ! আমাকে ধিক্ বলিস্? (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) ওঃ—বিমানচারী বিশ্বেদেবেরা! (সক্রোধে) তোদের বড় অহঙ্কার হ'য়েছে!—দাঁড়া! (কমণ্ডলুজলে আচমন ও শাপ জল গ্রহণকরিয়া) অরে রে ক্ষত্রিয়পক্ষপাতী ক্ষুদ্র দেবাধমেরা!—

জন্মিবি ক্ষত্রিয়কুলে তোরা পঞ্চজন।
শৈশবে দ্রুপদসুত করিবে নিধন॥ (শাপ দান)

(উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সহর্ষে) আঃ—দুরাত্মারা অভিশপ্তহবামাত্র বিমানচ্যুত হ'য়ে অধোমুখে পড়্ছে;—এখন্ কেমন হ'লো!—আমার সঙ্গে বাদ!

রাজা। (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সভয়ে স্বগত) ওঃ—তপস্যার কি প্রভাব! —দেবতাদেরও এই গতি!—আমি ত কোন্ কীটানুকীট!—(প্রকাশে) ভগবন্! ভার্য্যাপুত্র বিক্রয়করে যা পেয়েছি—আপাততঃ গ্রহণ করুন—অবশিষ্টের জন্যে আমি চণ্ডালের নিকটে ও দাসত্ব কর্‌বো।

বিশ্বা। (সক্রোধে) আমি অর্দ্ধ লবনা—সমুদয় একেবারে দে!

রাজা। (পূর্ব্ববৎ) শুন শুন সাধুগণ, সাধিবারে প্রয়োজন,
নিজদেহ করিব বিক্রয়।
অর্দ্ধ শত স্বর্ণ দেও, এই দেহ কিনে নেও,
যার ইথে প্রয়োজন হয়॥

অনুচরের সহিত শ্মশান-চাণ্ডালবেশধারী ধর্ম্মের প্রবেশ।

গীত। (১৭)

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ধর্ম্ম। (স্বগত) ধর্ম্ম আমি ত্রিভুবনে সকল বহন করি।
কিন্তু আমি সত্য ছাড়া ক্ষণ কাল রৈতে নারি॥
সত্যবলে সূর্য্য ঘোরে, সত্যে অগ্নি দাহ করে,
বাসুকি সত্যেরই তরে, আছে ধরা মাথায় ধরি॥
সত্য হীন যেই কর্ম্ম, নাহি তাহে কোনও ধর্ম্ম,
কে জানে সত্যের মর্ম্ম, সত্য সনাতন হরি॥

তা আমি রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরীক্ষার জন্য এই শ্মশান-চণ্ডালের জাতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছি। (ধ্যান করিয়া সাশ্চর্য্যে) আমি ধ্যান ক'রে দেখ্‌লাম, রাজা হরিশ্চন্দ্রের তুল্য ত আর দেখ্‌তে পেলাম না!—তা যাই—তাঁর নিকটেই যাই (পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশে) অড়ে সাড়মেয়া! তুই অথের পেড়াডা এলেছিস্ ত?

অনুচর। হাঁ পড়ামানিক! এলেছি—তা আপনি এত অথ লিয়ে কি কড়্‌বে?—সুড়া পেবে লা কি?

ধর্ম্ম। অড়ে তোড়্‌ ও কথায় দড়কাড় কি? (পরিক্রমণ)

রাজা। শুন শুন সাধুগণ (ইত্যাদি পাঠ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করত সখেদে) হায় এ হতভাগাকে কি কা'রো প্রয়োজন নেই? হায় হায়! কি হবে রে—কি হবে? (উন্মত্তবৎ ভূমিতে উপবেশন এবং নিমীলিতনয়নে চিন্তন)

ধর্ম্ম। (দেখিয়া স্বগত) এই যে মহাত্মা বসে আছেন (নিকটে যাইয়া প্রকাশে) অড়ে উঠে উঠে--মুই তোড়ে চাই—এই সুবন্ন লে।

রাজা। (সত্বর উঠিয়া সহর্ষে) ভোঃ সাধো! দেন্ (দেখিয়া সবিষাদে) আপনি আমায় চান্?

ধর্ম্ম। হাঁড়ে—মুই তোড়ে চাই!

রাজা। আপনি কে?

ধর্ম্ম। মুই?—মুই সব্বমশানেড় কত্তা—মুই শালে শূলে দেবাড় কাজ কড়ি—মুই মুদ্দফড়াস্‌দেড় পড়ামানিক।

রাজা। (সসম্ভ্রমে বিশ্বামিত্রের চরণে নিপতিত হইয়া) ভগবন্! প্রসন্ন হোন্—ভগবন্! দয়া করুন্। আমি আপনকার দাস্যবৃত্তি ক'রে ঋণ পরিশোধ কর্‌বো--কিন্তু মুদ্দফরাসের দাস হ'তে পার্‌বো না।

বিশ্বা। ধিক্ মূর্খ!—তপস্বীরা আপনাদের কর্ম্ম আপনারা করে—তুই আমার দাস হ'য়ে কি কর্‌বি?

রাজা। (সানুনয়ে) আপনি যা আদেশ কর্‌বেন—তাই কর্‌বো!

বিশ্বা। কোথা হে ক্ষত্রিয়পক্ষপাতী বিশ্বেদেবেরা! শুনে রেখ।—(রাজার প্রতি) আমি যা আদেশ কর্‌বো—তাই কর্‌বি?

রাজা। আজ্ঞে অবশ্য কর্‌বো।

বিশ্বা। আচ্ছা—তবে আমি আদেশ কর্‌চি, তুই এই শ্মশান-চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় ক'রে আমাকে দক্ষিণা সুবর্ণ দে।

রাজা। (সবিষাদে আত্মগত) দগ্ধ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? (প্রকাশে) ভগবন্! তাই দেব (শ্মশানচণ্ডালের প্রতি) হে স্বজাতি-মহত্তর! আমাকে ক্রয় কর্‌বেন্—কিন্তু আমার একটী নিয়ম আছে।

ধর্ম্ম। কি ড়কম লিয়ম ড়ে?

রাজা। ভিক্ষালব্ধ অন্নে আমি উদরপূরণ কর্‌বো—দূরে দূরে থাক্‌বো—পথের লেক্‌ড়া কুড়্‌য়ে পরিধান কর্‌বো—তা ছাড়া স্বামী যা যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।

ধর্ম্ম। অড়ে! এ তোড় বেশ লিয়ম। তা এই সুবন্ন লে (সুবর্ণ দান)

রাজা। (গ্রহণ করিয়া সহর্ষে)

মুক্ত হইলাম আমি ব্রাহ্মণের ঋণে।
শাপানল জ্বলিল না এ জীবন-তৃণে॥
সত্যরক্ষা হ'লো, ধর্ম্ম রহিল অক্ষয়।
চণ্ডালদাসত্ব এবে শ্লাঘার বিষয়॥

(বিশ্বামিত্রের প্রতি সানুনয়ে) ভগবন্! এই সমস্ত ধন গ্রহণকরুন।

বিশ্বা। (লজ্জিতভাবে) দেবে?

রাজা। (সানুনয়ে) ভগবন! গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। (গ্রহণ করিয়া স্বগত) বিস্তর হয়েছে—আর নয়—এখন্ যাই (গমনোদ্যম)

রাজা। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে) ভগবন্! বিলম্বজন্য অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।

বিশ্বা। করিলাম (প্রস্থান)

রাজা। (শ্মশানচণ্ডালের প্রতি) হে স্বজাতিমহত্তর! (অর্দ্ধোক্তে সম্বরণ) হে স্বামিন্! এক্ষণে এ দাসকে কি কর্‌তে হবে, আজ্ঞা করুন।

ধর্ম্ম। (সপরিতোষে আত্মগত) যা কথনও দেখ নাই-শোন নাই, সেই কাজ্ কর্‌তে হবে (প্রকাশে) অড়ে দক্ষিণ মশানে গিয়ে মড়াড় কাপড় সব জড় কড়্‌তে হবে—আড় সেই থানেই দিবা ড়াত্রিড় সবধানে থাক্‌তে হবে। তা মুই একন ঘড়ে যাই।

রাজা। প্রভুর যে আজ্ঞা—

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

শ্মশানে যাইবার পথ।

দুই শ্মশানচণ্ডালের সহ রাজার প্রবেশ।

চণ্ডালদ্বয়। ভাই সব—তোমড়া সড় সড়—তোমড়া মনে কচ্চো—এ লোকটীকে শালে শূলে দিতে হবে—তাই তোমড়া দেকৃতে এয়োচ—বটে?—তা কিন্তু লয়—এ বেচাড়া মোদেড় পড়ামানিকের ঠাঁই ঢেড়্ সুবন্ন লিয়ে দাস হ'য়েছে—তা একন্ এ মোদেড়ই সাতী এক জন মুদ্দফড়াস হবে—তাই কম্মকাজ সম্ঝে দেবাড় লেগে একে লিয়ে যাচ্চি—তা তোমড়া সড় সড়—ড়াস্তা ছেড়ে দেও।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগকরিয়া আত্মগত) এ কষ্টের আর শেষ নাই!—বিপদ ক্রমেই দারুণতর হ'য়ে উঠ্‌ছে! (সবিষাদে হাসিয়া) আমার এই মুদ্দফরাসের দাসত্ব—ঘোরতর শ্মশানই বাসস্থান—আর মড়ার কাপড় চোপড় সংগ্রহকরাই কাজ। বিধাতার মনের ক্ষোভ বোধ হয় এখনও থামে নাই—এর পরই অদৃষ্টে যে কি দুঃখ আছে, তাই বা কে জানে? (সশোকে) লোকে বলে যে, "এক দুঃখে অন্য দুঃখ ঢাকে" তা ঠিক্ কথা—দক্ষিণাশোধের জন্যে যতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম—ততক্ষণ আর অন্য চিন্তা—ছিল না—এখন সে চিন্তা গয়েছে—আর সকল শোক একবারে এসে চেপে ধ'রেছে—কথায় বলে, "সর্ব্বাঙ্গে ঘা ঔষধ দিবি কোথায়?" আমার তাই হয়েছে—আমি এখন কি অযোধ্যার সেই অনাথ প্রজাদের জন্যে শোক কর্‌বো? কি স্নেহময় বন্ধুগণের জন্যে কাতর হবো? কি

ব্রাহ্মণের ঘরে দাসীভূত প্রিয়তমা ও বৎস রোহিতাশ্বের জন্যে চিন্তা কর্‌বো!—কি মুদ্দফরাসের গোলাম এই পাপিষ্ঠ জীবনের জন্যে খেদ কর্‌বো? (স্মরণ করিয়া) আহা—ব্রাহ্মণ বাছাকে যখন্‌ লাথী মেরে মাটীতে ফেলে—তখন্‌ তার সেই ঠোঁট্‌ ফুল্‌য়ে কান্না, আর ছলছল-চোকে আমার পানে চাওয়া—সে মনে পড়্‌লে প্রাণ আর দেহে থাকে না!

চণ্ডালদ্বয়। ভাই সব তোমড়া সড় সড় (ইত্যাদি পাঠ)

রাজা। (চিন্তা করিয়া সশোকে আত্মগত) আহা যখন্‌ ব্রাহ্মণ শীঘ্র নিয়ে যাবার জন্যে ক্রোধ ক'রে ওঠেন—বাছা পদাঘাতে মাটীতে পড়েছে—আঁচল ধ'রে টানাটানী কর্‌ছে—আমি ওদিকে পাষাণের মত স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়্‌য়ে আছি—তখন্‌ প্রিয়তমার সেই জলডব্‌ডবে চোক আমার মুখের উপর পড়েছে—তিনি সে চোক্‌ নামাতেও পার্‌ছেন না—রাখ্‌তেও পার্‌ছেন না—সে অবস্থাটা মনে হলে বোধহয় কে যেন বুকের ভিতর একটা বড়শী বিঁধে (হস্তদ্বারা প্রদর্শন) এমনই করে ঘুর্‌য়ে ঘুর্‌য়ে দেয়—আহা!—

গীত। (১৮)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

প্রেয়সি! কি করেছিলে।
আপন বুদ্ধির দোষে আপনি মজিলে॥
যদি—চন্দ্রকুলে জন্ম নিয়ে, তত রূপ গুণ পেয়ে,
সূর্য্যকুল-যোগ্য বধূ, যদি হয়েছিলে।
তবে—কেন এ অধমে পতি, বরেছিলে তুমি সতি!
ভস্মমাঝে ঘৃতাহুতি, কেন ঢেলে ছিলে॥

হা বিধাতঃ—শৈব্যার কপালে কঠিন পরিশ্রমের কাজ দাস্যবৃত্তি করাই যদি লিখেছিলে, তবে তাকে তেমন কোমলাঙ্গী কেন কর্‌লে?

গীত। (১৭)

রাগিণী পহাড়ী—তাল আড়া।

হায় বিধি তব বিধি কে জানিতে পারে।
কি খেলা নিয়ত তুমি খেলিছ সংসারে॥
গাঁথিতে ফুলের মালা, ক্লান্ত হতো যে রাজবালা,
সেই শৈব্যা আজি আমার দাস্য করে পরের ঘরে॥

চণ্ডা। অড়ে দক্ষিণ মশান এই নগীচ, তা শিগ্‌গিড় আয়।

রাজা। (ধৈর্য্য অবলম্বনকরিয়া) অয়ে! এই সেই মহাশ্মশান! বটেই ত—শকুনি সকল আকাশে মণ্ডলাকারে উড়্‌ছে—আর মধ্যে মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দে শবের উপর এসে পড়্‌ছে।—ঐ সকল শৃগাল কুক্কুর কর্কশ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে এদিক ওদিক দৌড়ুচ্চে—ঐ ধূম উড়্‌চে—ঐ চিতা জল্‌চে—উঁঃ কি দুর্গন্ধ!—চিতার ছাই—অঙ্গার, হাড়, চুল, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙ্গা কলসি, ফুলের মালা চারি দিকেই ছড়ান—এক টু স্থান নাই যে পা বাড়ান যায়। ওদিকে শুন্‌ছি "হা পুত্র! হা মিত্র! হা ভ্রাতঃ! হা ভগিনি! হা প্রিয়ে! হা স্বামিন্! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা পৌত্র! আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে!" ইত্যাদিরূপ আর্ত্তস্বরে কত লোকে কাঁদ্‌ছে—আর মাটীতে আ-ছাড় পিছাড় কর্‌ছে। ওঃ—কি ভয়ানক হৃদয়-বিদারক স্থান! (নেপথ্যে বিকট শব্দ) (সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া) ওদিকে দেখ্‌চি একটা পচা গলা—দুর্গন্ধ—মড়া নিয়ে কত পিশাচ, ভূত, বেতাল, ডাকিনী, যক্ষ, রক্ষ একত্র মিলে কতই আনন্দে ভক্ষণ কর্‌ছে (চিন্তা করিয়া) আহা জগ-দীশ্বরের সৃষ্টিতে কোনও বস্তুই পরিত্যাজ্য নয়—যা এক জনের বড় ঘৃণা-কর—তাই আর এক জনের বড় উপাদেয়। (অন্য দিকে দেখিয়া) ওদিকে দেখ্‌ছি, শৃগাল কুক্কুর কাক গৃধ্র সকল একটা মড়া নিয়ে ছড়াছড়ি করে খাচ্চে (সদয়ভাবে) আহা শব! তুমি অর্থীদিগকে নিজসর্ব্বস্ব দান ক'রে

কি পরোপকার-ব্রতই সাধন কর্‌ছো! তোমার জন্মই সার্থক! (অপর দিকে তাকাইয়া) ওদিকে দেখ্‌ছি—একটা শব চিতায় পুড়্‌ছে—অঙ্গের কোনও স্থান শাদা, কোনও স্থান কাল, কোনও স্থানে ফোস্কা, কোনও স্থানে গর্ত্ত—কত রকম বিকট হয়েছে;—মুখের মাংসগুলো পুড়ে গেছে, দুপাটী দাঁত সমুদয় বাহির হ'য়ে পড়েছে—বোধ হচ্চে যেন "দেহের যে এই দশা হয়" তাই ভেবে হাস্‌চে! (সনির্বেদে) হাস্‌বারই কথা বটে!—আমরা এই অসার দেহ নিয়ে কতই দর্প করি—

গীত (২০)

রাগিণীললিত—তাল আড়াঠেকা।

এ দেহের এত দর্প কর নর কি কারণে।
শেষে কি হইবে দশা ভাবনাক কভু মনে॥
এই মাংস কোথা যাবে, শৃগালে কুক্কুরে খাবে
এই চক্ষু উপাড়িবে, গৃধিনী বায়সগণে॥
শশিসম এ বদন, স্বর্ণসম এ বরণ,
সুধাসম এ বচন, ভঙ্গী নয়নে—
এ সব ফুরায়ে যাবে, দেহ ভস্মমাটী হবে,
দর্প ত্যজি ভজ তবে, দর্পহারী নারায়ণে॥

চণ্ডা। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) অড়ে এই উঁচু গাছের কোটড়ে মশানের চণ্ডকাচ্চায়নী থাকেন—তা সবাই গড় কড়। (উভয়ের প্রণাম)

রাজা। (চারি দিকে দেখিয়া) ভগবতী চণ্ডকাত্যায়নীর উপচার সকলও শ্মশানেরই উপযুক্ত—চারি দিকে শুষ্ক নির্ম্মাল্য ছড়ান আছে—সম্মুখে হা'ড় পোঁতা—তার গাএ এবং নিকটে পাঁকের মত কাল দুর্গন্ধ রক্ত—গাছের ডালে ঘণ্টা টাঙ্গান—তাতেও রক্তমাখা—কাক কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতি চার্‌দিকে রক্ত খেয়ে বেড়াচ্চে। (কৃতাঞ্জলি হইয়া)—

প্রেতকার্য্যপ্রিয়ে প্রেতে প্রেতরথযুতে।
শ্মশানবাসিনি চণ্ডি দেবি নমোঽস্তুতে॥ (প্রণাম)

নেপথ্যে (চাঁচীকুচু ধ্বনি)

রাজা। (দেখিয়া) পক্ষিগণ দিবাভাগে দিগ্ দিগন্তে চর্‌তে গেছ্‌লো—সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখে আপন আপন বাসায় আস্‌ছে, তাদেরই এই কোলাহল। (পশ্চিমাকাশে দৃষ্টি করিয়া) ভগবান্ সূর্য্যদেবও অস্ত গেলেন—ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌লো।

চণ্ডা। (একের প্রতি) অড়ে এই দক্ষিণমসানে লালা ড়কম ভূতেড় ভয়—ড়াত্ হড়ো—তা মোড়া শিগ্‌গিড় শিগ্‌গিড় পড়াই চড়্—খায় ঐ বেডাকে খাবে।

অপর। সেই ভাড়ো।

দুইজনে। (প্রকাশে) অড়ে! পড়ামানিকেড়া হুকুম, তু এই মশানে দিবা ড়াত্তিড় থেকে সবচানে কড়্‌ম কাজ কড়্‌বি।

রাজা। (সহর্ষে) প্রভুর যে আজ্ঞা—

নেপথ্যে। (বিকট কিলি কিলি শব্দ)

চণ্ডালদ্বয় (সভয়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া) আড় নয়—এই বেড়া। (প্রস্থান)

রাজা। (সাহসের সহিত পরিক্রমণ করিয়া) ওঃ—মৃতমাংসাহারী পিশাচেরা কি বিকট কোলাহল ক'রে চার্‌দিকে বেড়াচ্চে!—নিশাও কি ভয়ঙ্করা হ'য়েছে!

গীত (২১)

সুরট মল্লার—তাল আড়া।

ঘোরা ভয়ঙ্করা নিশা জগতে গ্রাসিতে এল।
অম্বর ছাড়িয়া রবি ভয়ে কোথা পলাইল॥
ঘোর অন্ধকার গায়, সূঁচে যেন বেঁধা যায়,
দুর্জ্জন-সেবার প্রায়, নয়ন বিফল হলো॥
ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ, ভ্রমিতেছে লক্ষ লক্ষ,
সঙ্কটে শঙ্করি রক্ষ, বুঝি আজি প্রাণ গেল॥

যাহোক্, এ সকল ভয়ানক ব্যাপার দেখে আমার ভীত হওয়া হবে না—বাঁচি আর মরি—সাহস অবলম্বন ক'রে স্বামীর কার্য্য সম্পাদন করতেই হবে। এখন তারই চেষ্টা দেখাযাক্ (পরিক্রমণ করিতে করিতে উচ্চস্বরে উক্তি) **এখানে কেউ আছ?—যে থাক আমার প্রভুর আজ্ঞা শুনে রাখ—**

মৃতবস্ত্র নাহি দিয়া না জানা'য়ে মোরে।
শ্মশানের কার্য্য যেন কেহ নাহি করে॥

আজ্ অবধি এই নিয়ম সকলকেই অবশ্য পালনকরতে হবে—যিনি অবহেলা করবেন, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হোন্ না কেন—আমার এই ভুজদণ্ড তাঁর সে অপরাধ মার্জ্জনাকরবে না।—কৈ? কেউ কোনও উত্তর দিল না!—অন্য দিকে আবার বলি (পরিক্রমণ করিয়া উচ্চস্বরে) —এ দিকে কেউ আছ হে?—

নেপথ্যে। আমি আছি।

রাজা। (সসাহসে) এ কি! প্রত্যুত্তর যে!—আচ্ছা, শব্দানুসারে নিকটে গিয়া দেখি—কে ইনি? (পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া সবিস্ময়ে) অয়ে—কে এ?—

মাথায় মড়ার খুলি ভস্মমাখা গায়।
সর্ব্বাঙ্গ জড়িত দেখি হাড়ের মালায়॥
খট্টাঙ্গ মড়ার মাথা এক এক করে।
ভূতনাথ-সম-বেশে শ্মশানে বিহরে?॥

বামাচারি-সন্ন্যাসি-বেশে ধর্ম্মের প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। (স্বগত) আমি ত ধর্ম্ম—ত্রিভুবন আমি ধারণ করি—

সত্য আবার আমায় ধারণ করে। এই রাজার সত্যপরীক্ষার জন্য আমি এই কাপালিক বেশ ধারণ করেছি। (চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে) আশ্চর্য্য! এত দুঃখ পরম্পরাতেও রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মন বিচলিত হচ্চে না—সমানভাবে আপন কার্য্য সম্পন্ন করছে! অথবা মহাত্মাদের স্বভাবই এইরূপ!—তাঁরা সুখেও উন্মত্ত হন না, দুঃখেও নিমগ্ন হন না; তাঁদের মতে সুখ দুঃখ কিছুই নয়—কেবল মনের ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা—মন দৃঢ় থাক্‌লে, তাতে সুখও সুখবোধ হয় না, দুঃখও দুঃখবোধ হয় না। যা হোক্ এখন্ রাজর্ষির নিকটে যাই (নিকটে গিয়া) রাজন্! সিদ্ধিভাজন হও।

রাজা। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—মহাব্রতচারীর কুশল ত?

সন্ন্যাসী। রাজন্! যাচকভাবে আমি তোমার নিকটে এসেছি।

রাজা। (লজ্জা প্রকটন)

সন্ন্যাসী। লজ্জার প্রয়োজন নাই—আমি যোগ-বলে তোমার সমুদয় অবস্থাই জানি—কিন্তু এ অবস্থাতেও তুমি আমার অভীষ্টদান কর্‌তে পার্‌বে।—সাধুরা বিপদে, সম্পদে, যে অবস্থায় থাকুন—পরোপকারে কখনও ক্ষান্ত হন্ না—চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হ'য়েও লোকের কত পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ করেন।—অতএব আমি এখন যা বলি—তা শোন।

রাজা। রাজ্ঞা করুন।

সন্ন্যাসী। বেতালসিদ্ধি, বজ্রসিদ্ধি, গুটিকাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি, পাদলেপসিদ্ধি, দৈত্যাঙ্গনাসিদ্ধি, রসায়নসিদ্ধি ও ধাতুবাদসিদ্ধি এই অষ্টসিদ্ধি * আমার হস্তগত হ'য়েছে। এক্ষণে এই শ্মশানের

---

* ১ বেতালসিদ্ধি হইলে বেতাল অর্থাৎ শবাধিষ্ঠিত প্রেত সাধকের আদেশানুসারে দুঃসাধ্য কর্ম্মও সম্পাদন করিয়া দেয়। ২ বজ্রসিদ্ধি হইলে বজ্র সাধকের অভিমত স্থানে

প্রান্তভাগে অমৃতরসের নিধি আছে—সেই মহানিধি ভূগর্ভ হ'তে তুলে আন্‌বার জন্যে আমায় কিছু সাধন ও চেষ্টা কর্‌তে হবে। অতএব সেই কাজে যাতে আমার কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তুমি সচেষ্ট হও।

রাজা। আপনি যোগ-বলে জানেন ই যে, আমি এখন দাস—আমার এ শরীর পরাধীন—অতএব প্রভুর কার্য্যের ব্যাঘাত না ক'রে আমাহ'তে যা—হয়—তা অবশ্য কর্‌বো।

সন্ন্যাসী। প্রভুকার্য্যের ব্যাঘাত কি? তোমার আজ্ঞামাত্রেই আমার অভীষ্টসিদ্ধি হবে। তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কোনও বিঘ্ন আমার নিকটে যেতে পার্‌বে না। আমি এখন্ চল্‌লাম—তোমার যা কর্ত্তব্য হয় কর।

(প্রস্থান)

রাজা। (সাহস সহকারে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া উচ্চস্বরে) বিঘ্নগণ! প্রস্থান কর—প্রস্থান কর—দেখো, সন্ন্যাসীর কাজে কেউ যেন হস্তক্ষেপ ক'রো না।

নেপথ্যে। মহারাজের যে আজ্ঞা—মহারাজ! আজ্ আপনকার বড় মঙ্গল—বিদ্যারা স্বয়ম্বরা হ'য়ে নিকটে আস্‌ছেন—আজ্ আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, কার সাধ্য?

রাজা। (সহর্ষে) সত্যই ত হ'লো! সন্ন্যাসী যা বলেছিলেন—

পতিত হয়। ৩ গুটিকাসিদ্ধি হইলে মুখমধ্যে গুটিকাবিশেষ রাখিয়া কাক বক বা যে কোনও প্রাণী হওয়া যায়। ৪ অঞ্জনসিদ্ধি হইলে অঞ্জনবিশেষ নেত্রদ্বয়ে লেপন করিলে সমস্ত গুপ্তধন বা কালত্রয়ের ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ৫ পাদলেপসিদ্ধি হইলে স্থলের ন্যায় জলেও পাদচারে ভ্রমণ করা যায়। ৬ দৈত্যাঙ্গনাসিদ্ধি হইলে দৈত্যাঙ্গনা সাধককে আকাশপথে যথা তথা লইয়া যায় ও তাঁহার সমীহিতসাধন করে। ৭ রসায়নসিদ্ধি হইলে দ্রব্যসংযোগ দ্বারা দ্রব্যান্তর উৎপাদন করিতে পারাযায়। ৮ ধাতুবাদসিদ্ধি হইলে সুলভ দ্রব্য হইতে দুর্লভ স্বর্ণ রৌপ্যাদি প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

তাই ত ঘট্‌লো!—বিঘ্নেরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে পার্‌লে না!—যা হো'ক্ বড় আহ্লাদিত হলেম।

বিদ্যাত্রয়ের প্রবেশ।

বিদ্যা। (সহসা নিকটে যাইয়া) রাজন্ হরিশ্চন্দ্র! তোমার মঙ্গল হোক্—আমরাই তোমার সমস্ত বিপদের মূল; আমাদেরই জন্যে মুনি কুপিত হ'য়ে তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেছেন—এক্ষণে আমরা তোমার নিকট উপস্থিত।

রাজা। (দেখিয়া সাশ্চর্য্যে আত্মগত) এই সেই বিদ্যারা?—যাঁদের আরাধনায় বিশ্বামিত্রেরও তাদৃশ তীব্র তপস্যা বিফল হয়েছে? (প্রকাশে) আপনারা ত্রিলোক-বিজয়িনী; আমি আপনাদিগকে প্রণাম করি।

বিদ্যা। রাজন্! আমরা এখন্ তোমার অধীনা—কি কর্‌তে হবে, বল। আমরা তোমার দাসভাব মোচন করাতে পারি—স্ত্রী পুত্রের সহিত সঙ্গম, কর্‌য়ে দিতে পারি—আর নিজরাজ্য আবার দেওয়াতে পারি।

রাজা। (কৃতাঞ্জলি) যদি আপনারা আমাকে অনুগ্রহপাত্র মনে করেন—তবে ভগবান্ বিশ্বামিত্রের নিকটে আপনারা উপস্থিত হোন্—তা হ'লে তাঁর কাছে আমি অপরাধমুক্ত হই।

বিদ্যা। রাজন্! আমরা বিশ্বামিত্রের সম্পূর্ণ অধীনা হবো না—তবে তোমার অনুরোধে তাঁর মনোবাঞ্ছা কতক দূর পূর্ণ ক'রে তোমার প্রতি তাঁকে অক্রোধ ক'রে দেব।

(প্রস্থান।)

কুম্ভদ্বয় স্কন্ধে বেতালের প্রবেশ।

বেতাল। (কুম্ভদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া ঘাড় মাথা চুলকাইয়া বিরক্তভাবে) উঃ!—ঘাড় ভেঙ্গে গেছে!—কলসী দুটো কি ভারী!—

বাপ্‌রে বাপ্!—আমি বাবু ভূত—মড়াটা আস্‌টা খাবো—এ গাছে ও গাছে লাফ্‌য়ে ঝাঁপ্‌য়ে বেড়াবো—দিনে দুকুরে তোমার বাড়ীতে ঢেলাখানা গোহাড়খানা ফেলবো—(কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কাতরস্বরে) 'উ হু হু হু! কাণকোটারিতে খেলে গো!'—সাঁজে বেয়ানে তোমার বৌটো ঝীটে গাছ তলায় আসে—তাদের ঘাড়ে চড়্‌বো—গাবকুটো করে খাবো—তাদের নিয়ে হেথা হোথা রঙ্গক'রে বেড়াবো—ওঝাবেটারা ঝাড়াতে ঝোড়াতে আসে, তাদের গাএ পেচ্ছাব ক'রে দিয়ে আমোদ কর্‌বো (নাসিকা ঘর্ষণ করিতে করিতে) 'বাপ্‌রে! নাকের ভেতরে কৃমি কামড়াচ্চে—এ!' শামাপূজোর অন্দকার রাত্রে তুমি যদি পাঁটার মুড়ি নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যাও—তবে পেছু পেছু "দেঁও না" "দেঁও না" বলে চাইতে চাইতে যাবো—যদি দেও, তবে পাঁঠার মুড়িটীর সঙ্গে তোমার মুড়িটীও খাবো (চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া) 'ই হি হী হী! চোকের ভেতর পোকা বিজ্‌ং করে গো!'—তুমি ভাজা মাছ হাঁড়িতে রেখে সরা চাপা দিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছ—আমি সেই মাছ্‌গুলি খেয়ে হাঁড়িতে বাজ্যে ক'রে রাখ্‌বো—তুমি জান্‌তে না পেরে পরদিন যেমন সেই হাঁড়ি আকায় চড়াবে, আমি অম্‌নি আড়ার উপর থেকে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌বো (সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌কাইয়া) 'মা গো মা! মাতার চুলের ভেতর—গাএর লোমগুলোর গত্তে—সব বিছে কামড়াচ্চে গোঃ! ও!—ও! হো!'—আমার এই সব কাজ্—এই সব কাজ্ কর্‌তেই আমি ভালবাসি—তা না হ'য়ে আমি কি এ রকম মোট বৈতে পারি?—আমার ঘাড়মুড় ভেঙ্গে গেছে—বাপ্‌রে বাপ!—বেটা সন্নিসী আমার কি নাকালই করেছে!—বেটা কি বীজ বীজ ক'রে বকে, আর নাকফোড়া গাড়ীর গোরুর নাকের দড়ি ধরে টান্‌লে যেমন হয়, তেমনি বেটার কাছে আমায় খাড়া হয়ে দাঁড়্‌য়ে থাক্‌তে হয়, আর নড়্‌তে পারি নে। বেটা যখন কাছে না থাকে, তখন্ মনে করি, এবার সুমুখে পেলে এককীলে বেটাকে যমের বাড়ী পাঠাবো—কিন্তু বেটা সুমুখে এলে গরুড়ের কাছে সাপের মত

আমায় কেঁচো হতে হয়—আর জারী জুরী থাকে না! যাহোক—বেটা ভাল বেতালসিদ্ধি করেছেলো!—খুব খাটুয়ে নিলে! (কুম্ভদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) এ দুটোতে কি?—দেখি (একের আবরণ খুলিয়া) এটায় দেখ্‌ছি চাকা চাকা ঝক্‌ ঝকে সোণা; (মুখভঙ্গী করিয়া) এ গুলো কোনও কাজের নয়। কত ভাঙ্গা বাড়ীর দেওয়ালের ভেতর এমনই কলসী কলসী পোঁতা আছে, দেখেছি—যারা পুঁতে ছেলো—তাদেরও কোনও কাজে লাগেনি—তাদের ছেলেপিলেদেরও ভোগে আসেনি—কোথাও অন্য লোকে তুলে নিয়ে গেছে—কোথাওবা মাটীর জিনিষ মাটীই হচ্চে। (অপরের আবরণ খুলিয়া) বাঃ—বাঃ—এটা বেশ জিনিষ!—কিসের ঝোল!—এ যেন পচা মড়ার কসানি রসের মত রাঙা!—গন্ধও বেশ!—একটু খাব? (সন্ন্যাসীর পথের দিকে সভয়ে দৃষ্টি করিয়া) সন্নিসী বেটা এখনি আস্‌বে না ত?—(পুনর্ব্বার পথ তাকাইয়া) নাঃ—এখনও আসতে দেরি আছে—একটু খাই! বেটা জান্‌তে পার্‌বে না ত?—আমি এখানে বসে লুকুয়ে খাবো—আবার কলসীর মুখ ঢেকা দিয়ে রাখ্‌বো, তা কেমন ক'রে জা-নবে?—বেটা কিন্তু বড় ধূর্ত্ত! মনের ভেতরকার কথা যেন আঙ্‌শী দিয়ে টেনে বার্‌ করে;—লোলাওত আর সাম্‌লাতে পারি নে—লগ্‌বগ্‌ কচ্চে! (কুম্ভের আবরণ বার বার উদ্‌ঘাটন ও নিক্ষেপণ, সন্ন্যাসীর পথের দিকে বার বার সভয়ে দৃষ্টিপাত—এবং জিহ্বা ও দন্ত বাহির করিয়া বার বার খাইবার লালসাপ্রকটন) তা হোক্‌—একটু খাই—বেটা এসে যদি দেখে, তাতেই বা ভয় কি?—যদি কিছু বলে (সক্রোধে) তবে এই নখ দিয়ে বেটার মুণ্ডুটো ছিঁড়ে ফেল্‌বো না!!

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। কিরে বেতাল! দাঁত জিব্‌ ওরকম বার্‌ কর্‌ছিলি কেন?

বেতাল। (দণ্ডায়মান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া) আজ্ঞে তা নয়—তা নয়—বলি—বলি ঠাকুরজীর আস্‌তে দেরী দেখে, আমি ভাব্‌ছিলুম—বুঝি পথে পাএ কাঁটা ফুটেছে—সেই জন্যে চল্‌তে পাচ্চেন না—তা যদি হয়—তবে এই জিব দিয়ে পাটা চেটে চেটে ফর্‌সা ক'রে—তার পর দাঁত দিয়ে কাঁটাটা তুলে দেব—তাই সেটা কেমন ক'রে কর্‌বো—তারই কস্ত কচ্ছিলুম।

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) আচ্ছা এখন্ কলসী কাঁধে কর্—চল্।

বেতাল। যে আজ্ঞে! (কুম্ভদ্বয় স্কন্ধে মুনির অনুগমন)

সন্ন্যাসী। (রাজার নিকটে যাইয়া) রাজন্! বড় সুমঙ্গল—সেই অমৃতনিধি লব্ধ হয়েছে—সিদ্ধ-পুরুষেরা ইহাই পান ক'রে অমর হ'য়ে কল্পতরু-শোভিত সুমেরুশিখরে বিচরণ করেন। তোমাকেও এর কিঞ্চিৎ দিই—পান ক'রে অমর হও—হ'য়ে অমরগণের সঙ্গে একত্র বিহার কর গে।

রাজা। সাধকরাজ! এ কাজ দাসভাবের বিরুদ্ধ—এরূপ কর্‌লে স্বামীকে বঞ্চনাকরা হয়—তা আমি পার্‌বো না।

সন্ন্যাসী। (সবিস্ময়ে আত্মগত) আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠা!—আচ্ছা—আর এক রকমে দেখি (প্রকাশে) রাজন্! আমি দেখ্‌ছি, দাসত্বই তোমার সকল মঙ্গলের ব্যাঘাতক। অতএব এক কাজ কর—এই অমৃতনিধির সঙ্গে এক স্বর্বণনিধিও আমি পেয়েছি;—এই কুম্ভের মধ্যে অসঙ্খ্য সুবর্ণ আছে, এ সমুদয় তোমাকে দান কর্‌ছি—তুমি স্বামীদিগকে এই সুবর্ণ দিয়ে আপনার নিজের ও পত্নীপুত্রের দাসত্ব মোচন কর।

রাজা। সাধকরাজ! এ বড় অনুগ্রহের কথা, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে—ভার্য্যা, পুত্র আর দাস, এরা অধন;—এরা যা কিছু উপার্জ্জন করে, তাতে এদের নিজের স্বত্ব হয় না—এরা যার, তারই তাতে স্বত্ব জন্মে। অতএব আমি দাস হ'য়ে কেমন ক'রে নিজের জন্যে এ সুবর্ণ

গ্রহণ কর্‌তে পারি ?—তবে যদি আপনার মত হয়—প্রভুর জন্যে নিয়ে তাঁর কাছে পাঠাতে পারি।

সন্ন্যাসী। (সবিস্ময়ে স্বগত) ধন্য ধৈর্য্য! ধন্য জ্ঞান! ধন্য সত্যনিষ্ঠা! ধন্য মহানুভাবতা! রাজন্! তোমাদের মত লোকেরই সংসারে জন্মগ্রহণ করা সার্থক।

গীত। (২২)

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

তোমরা হে সাধুগণ শুভক্ষণে জন্মেছিলে।
বসুন্ধরা ধরে আছে তোমাদেরি পুণ্যবলে ॥
প্রলয়কালের ঝড়ে, পর্ব্বত ও উপাড়ি পড়ে,
কিন্তু সাধুজন-মন, কিছুতেই নাহি হেলে ॥

আর আমার জেদ্ করার প্রয়োজন নাই!—আর এ সোণাকে আগুনে পোড়াতে হ'বে না (প্রকাশে বেতালের প্রতি) বেতাল! তুই এখন যা—এ রাজার যাতে মঙ্গল হয়, তা করিস্।

বেতাল। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুরজীর যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। (চারি দিকে অবলোকন করিয়া) রাজন্! রাত্রি আর অধিক নাই।—আমি—এখন্ যাই।

রাজা। সাধকরাজ! দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের কথা উপস্থিত হ'লে আমাকেও স্মরণ কর্‌বেন।

সন্ন্যাসী। দেবতারা তোমায় স্মরণ কর্‌বেন।

প্রস্থান।

রাজা। (পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে রাত্রি প্রভাত হয়েছে—

গীত। (২৩)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

নিশা অবসান হলো ভানুরশ্মি প্রকাশিল।
ভয়ঙ্কর রাত্রিঞ্চর জন্তু সবে লুকাইল॥
একে একে তারাগণ, হলো সবে অদর্শন,
মানবের বন্ধু যেন, বৃদ্ধ বয়সে——
শশী হলো অধোগতি, পতিব্রতা জ্যোৎস্না সতী,
তবু ছাড়িলনা পতি, ম্লানমুখে সঙ্গ নিল॥

তা আমিও গঙ্গাতীরে গিয়ে প্রভাতকার্য্য সম্পন্ন করি।

প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

শ্মশানভূমি।

১ম অঙ্কাংশ।

এক শ্মশানচণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডা। হড়ে দাদা কম্‌নে গেড়ো?—মুই তাড়ে ঢুঁড়্‌তে ঢুঁড়্‌তে হাল্লাক হনু।—একটা মড়া ছেড়ে কোড়ে কড়ে এক মাগী কান্‌দেঽ এস্‌চে—ছেড়েডার গাএর কাপর গুড়ো পুড়োনো বটে—কিন্তু বেড়ে আঙাচোঙা—ঝক্‌ঝকে। মোড়ে সে গুড়ো লিতে হবে—মোড় ছেলেডাকে দেবো—তা মুই হড়েদাদাকে সে কথাডা বড়ে যাই। সে কোন্ চুড়োয় গেড়ো? (চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) বুজি গঙ্গাড় ধাড়ে গেচে —দেকি দিকি—(প্রস্থান।)

বিকৃত মলিনবেশে রাজার প্রবেশ।

রাজা। (সচিন্তভাবে) বহুকাল এই শ্মশানে বাস কর্‌লেম্—বার মাস—কি বার বৎসর—কি বার শত বৎসর কেটে গেল—তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। পূর্ব্বের অবস্থা এখন আর সর্ব্বদা তত মনে ওঠে না—এখন্ কোথায় শব আস্‌ছে—কোন্ শবের সৎকারে কত মূল্য পাবো—কোন্ শবের বস্ত্রাদি ভাল—এইরূপ চিন্তাতেই সকল সময় ব্যস্ত থাকি;—পূর্ব্বে কা'রো শোকের কান্না শুন্‌লে মন কতই আকুল হ'তো—এখন শুনে শুনে এম্‌নি কড়া পড়ে গেছে যে, আর কিছুই হয় না। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বিধাতঃ! তুমি এই ক্ষুদ্র হরিশ্চন্দ্রকে

নিয়ে, কি খেলাটাই খেল্‌লে!—আরও যে, কি খেল্‌বে—তা তুমিই জান! হায়—

শত্রুতা মুনির সঙ্গে, স্বজনবিচ্ছেদ।
পত্নীপুত্র-বিক্রয়ের এই চিত্ত-খেদ॥
চণ্ডালদাসত্ব আর শ্মশানে বসতি।
ভুগিতেছি যে সকল আমি মূঢ়মতি॥
করেছিনু বল বিধি কবে কিবা পাপ।
যার ফলে এই সব পাই মনস্তাপ॥

বিশ্বামিত্র মুনি কুপিত হ'য়ে সকল নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পত্নী পুত্র ও নিজ দেহ এ তিনটী বাকী ছিল—বিধাতার মনে তাও সহ্য হ'লো না! তিনি সে তিনটীকেও ক্ষণকালের মধ্যে বিলুপ্ত কর্‌লেন! (চিন্তাকরিয়া সখেদে) বোধ হয় প্রিয়তমা এ অবস্থায় অতি দীনা, কৃশা ও মলিনা হয়েছেন—সমস্ত দিন ব্রাহ্মণের গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন—সুতরাং রাত্রিতে শয়ন ক'রেই কাঁদ্‌বার অবসর পান—এবং আমার সহিত আবার সমাগম হবে, এই আশাতেই প্রাণধারণ ক'রে আছেন—কিন্তু এ হত-ভাগার যে কি দুর্দশা ঘটেছে, তা ত আর জানেন না! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা বৎস রোহিতাশ্ব! তুমি দাসদাসীর কোলে কোলেই বেড়াতে—আর কারো না কারো বুকের উপর শুয়েই ঘুমাতে—কিন্তু আজ্‌ তুমি ঘুমাবার সময়ে মাটীতে লুঠে ধূলিধূসরিত হচ্ছো!—হায়! তুমি কোনও আজ্ঞা কর্‌লে শত শত রাজপুত্র সেই আজ্ঞা পালন-কর্‌বার জন্যে ব্যস্ত সমস্ত হ'তো—কিন্তু আজ্‌ তুমি বিপ্রবালকদের নিরন্তর আজ্ঞা বয়ে খেটে খেটে সারা হচ্ছো!—(কাতরস্বরে)——

পাতিয়া রেখেছি মাথা বিপদের পাকে।
পড়ুক বিপদ যত পড়িবার থাকে॥
ঋষি-ঋণে মুক্ত এবে, আর নাহি ভয়।
বিপদ্‌ সম্পদ্‌ মোর তুল্য এ সময়॥

কিন্তু বৎস! শেলসম এ দুঃখ রহিল।
নিদারুণ দৈবসর্প তোমারে দংশিল॥

(চকিত হইয়া সভয়ে) বালাই বালাই! বাছার অমঙ্গল দুর হোক্—নারায়ণ! নারায়ণ! "নিদারুণ দৈব তোরে এত দুঃখ দিল" এই কথা বল্‌ছিলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে কি ভয়ানক কথা বার্ হ'য়ে পড়্‌লো! দুর্গা—দুর্গা। (বামচক্ষু ও দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনের অভিনয় করিয়া) এ কি!—বামচক্ষু ও দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন হচ্চে—এতে ত অমঙ্গল—মঙ্গল দুইএরই সূচনা হয় (হাসিয়া) অমঙ্গল আর কি হবে?—মঙ্গলই বা আর কি আছে?——

অতঃপর অমঙ্গল কিবা আছে আর।
এখন্ মঙ্গল শুধু মরণ আমার॥

শ্মশান চণ্ডা। (বেগে প্রবেশ করিয়া) পুত্রেড়্—

রাজা। (চকিত হইয়া সাশঙ্কে) ভদ্র! পুত্রের কি?

চণ্ডা। পুত্রেড়্ মড়া শড়ীড় লিয়ে এসে এক মাগী বর কাঁদা-কাটী কড়্‌চে—তা তাড়্ কাপর গুড়ো মোড়ে দিস্—মুই আকন্ দোস্‌ড়া কামে যাই (প্রস্থান।)

রাজা। পরিক্রমণ।

নেপথ্যে। অরে আমার বাপ!

রাজা। (শুনিয়া) অ হ হ! কান্নাটা বড় হৃদয়ভেদী।

২য় অঙ্কাংশ।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। (উপবিষ্ট—সম্মুখে বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত পুত্র।)

শৈব্যা। অরে আমার বাপ!—বাবা! কথা কচ্চো না কেন বাবা?

এ দুঃখিনীকে চাঁদমুখে মা বলে ডাক্‌চো না কেন বাবা? (কিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য-ভাবে অবস্থান—পরে সংজ্ঞালাভ; সরোদনে) জাদু! তোর কি এই উচিত রে! —তোর্ কি এই ধর্ম্ম রে!—তোর বাপ এ হতভাগিনীকে ত্যাগ করেছে —তুইও ত্যাগ ক'রে গেলি?—বাবা! আমি কোথায় দাঁড়াবো বাবা? (মোহপ্রাপ্তি)

রাজা। (শুনিয়া সখেদে) হায়! এ তপস্বিনী ও স্বামীর পরিত্যক্ত? পোড়া বিধাতা জ্বলাতে পোড়াতে কাউকে ছাড়েন্ না!

শৈব্যা। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া)—কি হয়েছে?—কাণ্ডখানা কি?—আমার ছেলে কোথা গেছে? (দেখিয়া) এই যে আমার সৃষ্টিধর! সৃষ্টিধর! (আলিঙ্গন করিয়া) বাবা! কথ কচ্চো না কেন?—আমি একলা—বড় ভয় পেয়েছি—দেখ্‌ছ না বাবা! এ যে ভয়ঙ্কর শ্মশান! (উন্মত্তার ন্যায় হইয়া)—কি বল্‌লে বাবা?—তুমি ভট্টাচার্য্যের জন্যে ফুল্ তুল্‌তে গেছ্‌লে?—গাছে উঠেছেলে?—গাছের কোটর থেকে কালসাপ বের্‌য়ে তোমায় কাম্‌ড়েছে? (সসম্ভ্রমে) কৈ কৈ?—সে কালসাপ কৈ?—কৈ আমায় কাম্‌ড়ালে না? (চারি দিক্ দেখিয়া হাস্য) বাবা! আমার সঙ্গেও তোমার তামাসা!—মিছে কথা—মিছে কথা—কালসাপ এখানে নেই (নিকটে বসিয়া) বাবা! বেলা হ'য়েছে—আর ঘুম্‌ইওনা—ওঠ—উপাধ্যায়ের জন্যে অখণ্ড বিল্বপত্র এনে দেও—তিলক্ষেত্ থেকে কুশ কেটে আন—হোমের বেলা ব'য়ে যায়—ব্রহ্মচারীরে সব ফিরে যাবেন (তুলিবার চেষ্টা করিয়া সাবেগে) বাবা! সত্যই কি তুই হতভাগিনীকে ছেড়ে গেছিস্?—হা জাদু! (মূর্চ্ছা)

রাজা। (বিক্লবতার সহিত) কান্না শুনে শুনে যদিও অভ্যাস হ'য়ে গেছে—তথাপি আজ্ এ মাগীর কান্না শুনে প্রাণ ধারণ কর্‌তে পার্‌ছি না, এর কারণ কি?—যাহোক্ এ কান্না আর ত শুন্‌তে পারি না—একটু দূরে গিয়ে বসি—মাগীর কান্না শেষ হ'লে, তখন্ এসে কাপড় চোপড় নেব (কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অবস্থান)

শৈব্যা। (চেতনা পাইয়া সরোদনে) আর্য্যপুত্র! কোথায় আছ?

—তোমার সেই হৃদয়নিধির কি অবস্থা হয়েছে, এ কবার এসে দেখে যাও—

গীত (২৪)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কোথা হে কোথা হে হরিশ্চন্দ্র হে রাজন্।
দেখসিএ ধূলায় লোটে রোহিতাশ্ব হৃদয়ধন॥
কৃতান্ত কাল ভুজঙ্গ, দংশেছে বাছার অঙ্গ,
খেলা ধূলা করি সাঙ্গ, (বাছা) মুদিয়াছে দু-নয়ন॥
কোথা হে আছ নিদয়, নাহি কোন চিন্তা ভয়,
জাননা যে সেই তনয়, করিয়াছে পলায়ন॥

আর্য্যপুত্র! তুমি আমায় বিদায় দেবার সময়ে বলেছিলে যে, বালকটীকে যত্ন ক'রে রক্ষা কর্‌বে—তা আমি হতভাগিনী এই যত্ন কর্‌লাম। হা বাছা রোহিতাশ্ব! এ হতভাগিনীর কাছে থাক্‌লে এই ঘট্‌বে—তাই জেনেই কি তুই আস্‌বার সময়ে তত কেঁদেছিলি?—তুই কোনওমতে আমার কাছে আস্‌তে চাস্‌নি—আমি তোকে কেন তোর বাপের কোল্ থেকে ছিন্‌য়ে এনেছিলাম!—বাছা! তাঁর কাছে থাক্‌লে তোর ত এদশা ঘট্‌তো না! হায়—

গীত (২৫)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কি হলো রে হলো রে হলো রে আমার।
জীবনধন রোহিতাশ্ব মা বলে ডাক্‌বে না আর॥
অগাধ সাগর জলে, ভেলা ছিলি তুই রে ছেলে,
অন্ধের হাতের নড়ী ব'লে, কাছে রাখ্‌তাম অনিবার॥
কেমনে রে ছেড়ে গেলি, কেমনে মায়া কাটালি,
আমার আর কি হবে বলি, ভাব্‌লিনা রে একটী বার॥

রাজা। মাগীর কান্না দূর হ'তে স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চি না বটে—কিন্তু শব্দটা যা একটু কাণে আস্‌ছে, তাতেই বুক কেমন ধড়্ ফড়্ করে উঠ্‌ছে; আর ত এখানেও থাক্‌তে পারি না;—কাছে যাই—গিয়ে শীঘ্র শীঘ্র কাজকর্ম্ম সেরে, এখান হ'তে প্রস্থান করি। (কিঞ্চিৎ নিকটে গমন)

শৈব্যা। (পুত্রের প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া সরোদনে) বাছা! অষ্টমীর চাঁদের মত তোর এই দীঘল কপাল; পাশে লালের রেখা দেওয়া ধব্‌ধবে বড় বড় উজল চোক্; টেয়া পাকীর ঠোঁটের মত এই বাঁকা নাক; এমন সুন্দর এই চওড়া বুকের পাটা;—তা এতে ত কোনও অলক্ষণ নেই!—পোড়া বিধি কি অলক্ষণ দেখে এ প্রমাদ ঘটালে?—আমি হত-ভাগিনী—পাপীয়সী—আমার কথা থাক্—আর্য্যপুত্র ত তেমন সত্যপরা-য়ণ,—তেমন ধার্ম্মিক—তাঁরও ত এমন দশা ঘট্‌লো!—আজ্ বুঝ্‌লাম—ধর্ম্ম মিথ্যা—সুলক্ষণ মিথ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তারা সব মিথ্যাবাদী;—কত বার কত গণক অঙ্গের এই সকল সুলক্ষণ দেখে বলেছিলেন যে, এই বালক বংশধর, দীর্ঘায়ু, চক্রবর্ত্তী রাজা হবে—তা হা দৈব! আমার এই পোড়া কপালে সে সমুদয়ই অলীক হ'লো!

রাজা। (সভয়ে) এ কি! কথা গুলোর যে মিল হচ্চে! (ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সজল নয়নে)—একি এ!—

মস্তক ছত্রের মত, প্রশস্ত ললাট।
দীর্ঘ নেত্র, সুবিশাল হৃদয় কবাট॥
ক্ষীণ মধ্য, কটি স্থূল, অস্থূল উদর।
আজানুলম্বিত বাহু, কমলাঙ্ক কর॥
চরণে চক্রের রেখা, কিবা শোভা করে।
সাম্রাজ্যের যত চিহ্ন এই শিশু ধরে॥
অবশ্যই এই শিশু রাজার নন্দন।
অকালে এ হেন দশা হৈল কি কারণ॥

(স্মরণ করিয়া) আমার রোহিতাশ্বও এত দিন এত বড়টী হ'য়ে থাক্‌বে (চকিত হইয়া) আমার মনে এত কু গাচ্ছে কেন? নারায়ণ! নারায়ণ! বাছার বালাই দূর হোক্।

শৈব্যা। (আকাশে) ঠাকুর কৌশিক! এখন্ তোমার মনের সাধ মিট্‌ল ত?——

গীত (২৬)

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়া।

পূরিল কি মন-সাধ (অহে) বিশ্বামিত্র তপোধন।
কি পোড়াবে বল এখন্ তব ক্রোধ-হুতাশন॥
সুখরত্ন সব হরেছ, পথের কাঙ্গাল করেছ,
একটী রত্ন বাকি ছিল, তাও হ'রে বাঁচ্‌লে এখন্॥

রাজা। (সাবেগে) একি! এ কামিনীও যে ভগবান্ কৌশিকের অনুযোগ কর্‌ছে!—তবে ত আর কিছুই অমিল থাক্‌ছে না—সকলই মিল্‌ছে! (শৈব্যার প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া) আমি এতক্ষণ পরস্ত্রীবোধে এর প্রতি ভাল ক'রে দৃষ্টি করিনি—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি নিশ্চয়ই শৈব্যা—যেরূপ আকার প্রকার হ'য়েছে—তা'তে সম্পূর্ণ চেনা যাচ্চে না—কিন্তু সেই বটে—যদিও আর্ত্তনাদে বিকলা, তথাপি বীণাতন্ত্রীস্বনের ন্যায় সেই বাণী,—কুটিল এবং ভৃঙ্গাবলীর ন্যায় নীল সেই কেশরাশি—এখন্ রূক্ষ ও এলোথেলো হ'য়ে পড়েছে; যদিও বড় ক্ষীণ ব'লে চেনা যায় না, তথাপি সেই মৃদু মধুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; লাবণ্যও সেই—তবে পুরাণ চিত্রের মত মলিন হয়্যে গেছে;—ফলতঃ আর সন্দেহ নাই—এ আমার শৈব্যাই বটে! তবে এ বালকও বৎস রোহিতাশ্ব! (উদ্ভ্রান্তভাবে) হা বাছা রোহিতাশ্ব! তুই আমাদের ছেড়ে গেছিস্! (মূর্চ্ছা ও পতন)—কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দূর হইতে

রোহিতাশ্বের মুখ দর্শনকরত বিহ্বলভাবে) হা বৎস! তোরে ত চেনা যায় না! —ভ্রমর-রাশি-বেষ্টিত প্রফুল্ল পদ্মের মত তোর যে মুখ শোভা পেত, আজ্ তাম্রশলার মত জটাভারে আচ্ছাদিত হ'য়ে সেই মুখের কি বিকৃতিই হ'য়েছে! হা বৎস রোহিতাশ্ব! হা সূর্য্যবংশের নবাঙ্কুর! হা শৈব্যার অঞ্চলের নিধি! হা হরিশ্চন্দ্রের জীবন-সর্ব্বস্ব! হারে বাপ্!—আমি বিশ্বামিত্র-গ্রহের প্রীতিসাধন কর্‌বার জন্যে তোরেই প্রথমে বলি দিলাম!——পুত্র!—

না করিলে যাগযজ্ঞ, না করিলে দান।
না করিলে সুখভোগ, না করিলে ধ্যান॥
মরুক্ষেত্রে নিপতিত বটবীজ মত।
বিফল হইয়া বৎস হ'লে স্বর্গগত!॥

অরে রাজ-কুলের নবাঙ্কুর!——

রাজ্য-অভিষেক বারি পড়েনি মাথায়।
বন্দিগণ যশোগান করেনি ধরায়॥
হয় নাই বাহু ধনু-গু́ণ-কিণ-ধর।
অরাতিশোণিতে সিক্ত কর নাই কর॥
পত্নীর প্রণয়ামৃত কর নাই পান।
তৃপ্ত হও নাই হেরি পুত্রের বয়ান॥
প্রতিপদ্-চন্দ্র মত যেমন উদিলে।
অমনি আকাশ-কোণে কোথায় পড়িলে!॥

শৈব্যা। হাবাছা! তুই যে আমার কাঙ্গালের ধন—অন্ধকার-ঘরের মাণিক;—বাপ্! তোরে কোলে পেয়ে আমি যে কত আশাই করে ছিলাম্!——

গীত। (২৭)

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

তোরে পেয়ে কাঙ্গালের ধন বড় ভাগ্য মনে গণি।
কত আশা করেছিনু বল্‌বো কি রে জাদুমণি॥
আমি রাজার নন্দিনী, রাজাধিরাজ-গৃহিণী,
তুই রে রোহিত! রাজা হ'লে, হবো রাজ-জননী;
যত করেছিনু সাধ, বিধি ঘটাইল বাধ,
(আমার) বাড়া ভাতে ছাই পড়িল, এম্‌নি আমি অভাগিনী॥

(উপবেশন—মূর্চ্ছিতার ন্যায় অবস্থান)

রাজা। (দূর হইতেই শুনিয়া সরোদনে) আহা হা!—সত্যই বটে—আমিও বৎস রোহিতাশ্বকে যখন্‌ দেখ্‌তাম, তখন্‌ই আমার বক্ষস্থল উৎসাহে ফুলে উঠ্‌তো—মনে মনে কত সুখেরই কল্পনা কর্‌তাম—হায়! সে সমুদয়ই বৃথা হলো!——

গীত (২৮)

রাগিণী পিলু—তাল আড়া।

হেরিয়ে এ নবতরু কত আশা হতো মনে।
আশাবশে স্নেহবারি ঢালিতাম প্রাণপণে॥
ফুল হবে ফল হবে, শোভা পাবে সুপল্লবে,
সুশীতল ছায়া হবে, সে জুড়াবে এ জীবনে।
কোথা হ'তে ঝড় এলো, ক্ষুদ্রতরু উপাড়িল,
পত্র পুষ্প উড়ে গেল, আমাদের প্রাণ-পক্ষী সনে॥

(বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া) এখন্‌ কি করি?—দেবীর নিকটে গিয়ে কি আত্মপরিচয় দেবো?—অথবা না—না—তা কাজ্‌ নাই;—পুত্রশোকে দেবী উন্মাদিনীর মত হয়েছেন, তাতে আবার এ সময়ে আমার এই দুরবস্থা দেখ্‌লে এখনই প্রাণত্যাগ কর্‌বেন (স্বশরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া) দুরা-

ম্ন্ হরিশ্চন্দ্র! তুই এখনও মর্‌লিনে?—তোর আর কি দেখ্‌তে বাকি আছে? (অবশাঙ্গবৎ ভূমিতে উপবেশন; কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) হত-ভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! আত্মঘাতীরা গাঢ় অন্ধকারময় দারুণ নরকে পতিত হয়, সেই ভয়েই কি এই পোড়া প্রাণ এখনও ত্যাগ কর্‌ছিস্ না? ধিক্ মূর্খ! তোরে শত ধিক্!—তোর এখনই গাঢ় অন্ধতমসে ডুব্ দেওয়া উচিত—পুত্রের মুখ-চন্দ্র-বিহীন দিক্ সকল আর এ চক্ষে দেখা উচিত নয়। তা ছাড়া—রে মূর্খ! অন্ধতমস, অসিপত্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি যে সকল নরক আছে, সে নরকের যে যাতনা, সে সকল যাতনা কি পুত্রশোকের যাতনার সমান?—যাহোক্ আর বিলম্বে কাজ্ নাই—আমি এই ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ্ দিয়ে পুত্রশোকানলে দগ্ধ এই দেহ-প্রাণকে শীতল করিগে (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্মরণ করিয়া সসম্ভ্রমে) ও হো হোঃ—আমি যে পরাধীন!—এ শরীর যে নিজের আয়ত্ত নয়!—তা যে একবারও মনে করিনি! (চিন্তা করিয়া সখেদে) হায় হায়!—

স্বাধীন মানবগণ শোকদুঃখ হ'তে।
জীবন ত্যজিয়া পায় নিষ্কৃতি জগতে॥
স্বদেহ-বিক্রয়ী যারা শিরে দাস্য ভার।
মরণেও তাহাদের নাহি অধিকার॥

যদি শোকাবেগ সম্বরণ কর্‌তে না পেরে এখন্ প্রাণত্যাগ করি, তবে এই মুদ্দফরাসেরই দাস হ'য়ে আবার জন্মগ্রহণ কর্‌তে হবে। অত-এব এখন্ কি করি?—এক দুঃখ নিবারণ কর্‌তে গিয়ে, আর এক দুঃখ আন্‌বো?—বিছার ভয়ে পাল্‌য়ে সাপের মুখে পড়্‌বো?—তা উচিত হচ্চে না—অতএব এ হতভাগাকে এ মরণাভিলাষ ত্যাগকর্‌তে হলো। কিন্তু করি কি?—কিরূপে এ দারুণ শোকানলের নির্ব্বাণ করি! (চিন্তা করিয়া) ধৈর্য্য ভিন্ন শোকনিবারণের ত আর উপায় নাই। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া) তাই কর্‌বো—ধৈর্য্যই অবলম্বন ক'রে যথা-নিয়মে স্বামিকার্য্য সম্পন্ন কর্‌বো।—পণ্ডিতেরা বলেন, আমরা যে কদিন

সংসারে আছি, এর পূর্ব্বের এবং পরের সমস্ত অনন্ত কালই অব্যক্ত—অন্ধকারময়; তাতে কি ছিল—বা কি হবে—তা জান্‌বার যো নাই; মধ্যে দিন কতকের জন্যে পঞ্চভূতের পরিণামে আমাদের এই শরীর জন্মেছে, আবার দিন কতক পরেই পৃথক্ পৃথক্ হ'য়ে পঞ্চভূতের আপন আপন অংশে মিশে যাবে;—নিজ শরীরের ত এই অবস্থা। নদীর স্রোতে পাঁচ দিক্ হ'তে পাঁচ গাছা তৃণ ভেসে এসে একত্র হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্রোতোবেগেই পৃথক্ পৃথক্ হ'য়ে চলে যায়। তেমনি আমরা যখন কাল-সমুদ্রের স্রোতে ভাসি, তখন্ স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু প্রভৃতি সকলে পাঁচ দিক্ হ'তে এসে আমাদের সঙ্গে মেলে, আবার দিন কতককাল পরেই সেই স্রোতের বেগেই পৃথক্ পৃথক্ হ'য়ে কে কোথায় চ'লে যায়; কারও সঙ্গে কারও কোনও সম্পর্ক থাকে না—সংসারে যোগ বিয়োগ এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর—অতএব এর জন্যে শোক ক'রে মরা বৃথা।

শৈব্যা। (চেতনা পাইয়া) য়্যাঁ—এখনও এ পোড়া প্রাণ আমি ত্যাগ কর্‌লেম না!—আর ত সইতে পারি নে!—কি করি? (নেত্রজল মুছিয়া) আচ্ছা—এই লতার দড়ি ক'রে এই মশানের গাছে উদ্বন্ধন ক'রে দুঃখ দূর করি (রজ্জু প্রস্তুত করণ—প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষতলে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি ভাবে) বাছা রোহিত! আমি যে থানে যেতে প্রস্তুত হয়েছি—তুমি সে থানে আগে গিয়েছ; তোমার জন্যে আর দুঃখ নেই;—আর্য্যপুত্র! তুমি এখন্ কোথায় আছ? কি কর্‌ছ? সংসারে আছ? কি রোহিতের মত আমার যাবার জায়গায় আগ্‌য়ে আছ? তার কিছুই জানিনে—যাহোক্ এই মর্‌বার সময় তুমি যদি সুমুখে দাঁড়াতে—তোমাকে চোকের উপর রেখে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পার্‌তাম—তা হ'লেও সকল দুঃখ দূর হ'তো—কিন্তু এ জন্মে তা আর হলো না!—দেবগণ! আমি তোমাদের শরণাগতা হলেম্—তোমরা অন্তর্যামী—সকলই জান্‌তে পার্‌ছ—আমি কোনওরূপে সইতে না পেরেই এ কাজ্ কর্‌তে

উদ্যত হয়েছি—আমাকে আর যত কষ্ট দিতে হয়—দিও—কিন্তু তোমা-দের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি আর্য্যপুত্রের সেই রাঙাচরণ, আর বাছা রোহিতের সেই চাঁদমুখ যেন দেখ্‌তে পাই! আর আমার কোনও প্রার্থনা নেই (বৃক্ষে রজ্জু ঝুলাইবার উদ্যম)

রাজা। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে) এ আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত! এখন উপায় কি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—এইরূপে দেখি (গোপনে থাকিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে)—

স্বাধীন মানবগণ শোক দুঃখ হ'তে।
জীবন ত্যজিয়া পায় নিষ্কৃতি জগতে॥
স্বদেহ-বিক্রয়ী যারা শিরে দাস্য ভার।
মরণেও তাহাদের নাহি অধিকার॥

গীত। (২৯)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়া।

বিচিত্র কর্ম্মের খেলা দেখ এ বিশ্বমণ্ডলে।
সবে ভিন্ন পথে ঘোরে নিজ কর্ম্ম-চক্র-কলে॥
কেহ হারে কেহ হরে, কেহ তারে কেহ তরে,
কেহ জন্মে কেহ মরে, কর্ম্মেরই ফলে।
ভুলো না আপন কর্ম্ম, রাখ হে আপন ধর্ম্ম,
না বুঝে মায়ার মর্ম্ম, খেওনা হে পরকালে॥

শৈব্যা। (শুনিয়া সসম্ভ্রমে) এ কথাগুলি কে বল্‌লে?—এ গানটী কে গাইলে?—(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) কৈ? এখানে ত কেউ নেই!—এক জন মুদ্দফরাস আমার চার্‌দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—কৈ? তাকেও ত এখন্ দেখ্‌ছিনে—এ তার স্বর নয়!—এ মুদ্দফরাসের স্বর নয়!—এ যে বড় মধুর!—এ যেন দেবতার কথা। তবে কি দেবতারাই আমাকে মর্‌তে

নিষেধ কর্‌ছেন ? (চিন্তা করিয়া) তা সত্যিই ত ? আমি পরের দাসী আছি, এখন্ আপন ইচ্ছায় ম'লে আবার দাসী হ'য়েই জন্ম নিতে হবে; দাসীর মরণেরও অধিকার নেই, আমি মরণের আমোদে মত্ত হ'য়ে, এ সকল কথা একবারও ভাবিনি!—তবে ত মরা হ'লো না! (উৰ্দ্ধে-দৃষ্টি ও দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ) হা দেবগণ! আমি মরেও যে এ জালা নিবারণ কর্‌বো—তাও দিলে না ?—হা হতভাগিনী! (ভূমিতে পতন—বহুক্ষণপরে সহসা উঠিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়া) তা কি ?—কিছুতেই যার কোনও উপায় হবে না, সে বিষয়ের জন্যে আর মিছামিছি শোক ক'রে কি কর্‌বো ?—এ জন্মের ত এই ফল হ'লো—এখন্ সত্যিই কি ছেলের মায়ায় আত্মহত্যা ক'রে পরকালটা নষ্ট কর্‌বো ? তা কর্‌বো না। এক্ষণকার যা যা কর্‌তে হয়, তা করি—পরে দাসীভাবেই সেই দ্বিজবরের আরাধনা কর্‌বো—ব্রত উপবাস ক'রে শরীর শুষ্ক কর্‌বো—দেবতাব্রাহ্মণের পূজা কর্‌বো—এইরূপ সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়েই থাক্‌বো—আর দেবতাদের কাছে এই প্রার্থনা কর্‌বো যে, হতভাগিনীর মনুষ্যলোকে আর যেন জন্ম না হয় (চিতা প্রস্তুত করণ)

রাজা। (দেখিয়া কাতরভাবে) হাঁ—সময়ের উপযুক্ত কাজ্ এখন্ আরম্ভ হচ্চে! (আত্মগত) সাধু! দেবি! সাধু! এ বিষম অবস্থাতেও আপনার মহত্ত্ব ভোল নাই! যা হোক্ আমিও এখন্ প্রভুর আজ্ঞামত কাজ্ করি (নিকটে যাইয়া লজ্জা ও কাতরতার সহিত) দেবি! (অৰ্দ্ধোক্তে মুখাবরণ) মহাভাগে! আমার প্রভুর আজ্ঞা আছে—

মৃতবস্ত্র নাহি দিয়া না জানা'য়ে মোরে।
শ্মশানের কার্য্য যেন কেহ নাহি করে॥

অতএব তোমার পুত্রের বস্ত্রাদি আমায় দেও (নেত্রজল সম্বরণ করিয়া করপ্রসারণ)

শৈব্যা। (ভয়প্রকাশ করিয়া) ভদ্রমুখ! তুমি দূরে থাক—আমি আপনিই তোমায় দিচ্চি।

রাজা। (লজ্জাপ্রকাশ করিয়া অবস্থান)

শৈব্যা। (রোহিতাশ্বের শরীর হইতে বস্ত্র খুলিয়া অর্পণ করিবার সময়ে হস্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! এ ব্যক্তির হাতে মহারাজ চক্রবর্ত্তীর চিহ্ন!—তা এরূপ লক্ষণ থাক্‌তেও এঁকে এমন কাজ কর্‌তে হচ্চে কেন? (কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করত চিনিতে পারিয়া) য়ঁ্যা—একি!—আর্য্যপুত্র!—আর্য্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর (রাজার পাদমূলে পতন)

রাজা। (কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া) দেবি! শ্মশান-চণ্ডালের দাসত্বে আমি দূষিত—আমায় ছুঁইও না;—শান্ত হও—শান্ত হও।

শৈব্যা। (উদ্ভ্রান্তভাবে সরোদনে) ধিক্! ধিক্! ধিক্!—এ কি? মহারাজ! এ কি!—তোমার এ বেশ! তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ—তোমার মুদ্দফরাসের কাজ! হা বিধি! হা পোড়া কপাল!—আর ত সইতে পারিনে! (বক্ষে ও মস্তকে করাঘাত) হা নিষ্ঠুর প্রাণ! তুই এখনও বাহির হলিনে? কালভুজঙ্গ দংশন কর্‌লে, বাছা আমার যে জ্বালায় ছট্ ফট্ করেছে—তুই সে জ্বালা দেখেও বা'র হ'স্‌নি, তুই আর্য্যপুত্রের এ দশা দেখেও বা'র হলিনে! মেয়ে মানুষের প্রাণ বড় কঠিন—বড় কঠিন—বড় কঠিন! মহারাজ! আর আমি কা'রো কথা শুন্‌বো না—আর আমি কোনও প্রবোধ মান্‌বো না—মহারাজ! রোহিতের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে যাচ্চে—তার উপর তোমার এই দশা-দর্শন! এতেও কি বাঁচ্‌তে আছে?—এতেও কি প্রাণ রাখ্‌তে আছে?—কৈ? প্রাণতো বেরোয় না! (বক্ষে করাঘাত) মহারাজ! তুমি এদিকে এসো (রোহিতাশ্বের পার্শ্বে শয়ন) আমি এই রোহিতকে কোলে ক'রে শুলাম, তুমি আমার বুকে এক পা, আর গলায় এক পা দিয়ে দাঁড়াও—আমি তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে রোহিতকে কোলে ক'রে স্বর্গে যাই—তোমার চরণস্পর্শে প্রাণত্যাগ কর্‌লে আমার আত্মহত্যার পাপ হবে না—দাসী হ'য়েও আর জন্মিতে হবে

না—আমার মর্‌বার এমন সুযোগ আর কখনও হবে না—মহারাজ! এসো—এসো—আর বিলম্ব করো না—(রাজার পদাকর্ষণ)

রাজা। (অশ্রুসম্বরণ করিয়া ধৈর্য্যসহকারে) প্রিয়ে! আর জ্বালাইও না—এ জলন্ত অগ্নিতে আর ঘৃতাহুতি দিও না!—এ সকল কর্ম্মের বিপাক-ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কাহারও খণ্ডন কর্‌বার শক্তি নেই—এ জন্যে আর বৃথা খেদ ক'রো না—শান্ত হও—শান্ত হও—যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে এক্ষণকার উপযুক্ত কাজ্ কর্‌তে উদ্যত হচ্ছিলে, তাই কর।

শৈব্যা। (সরোদনে) মহারাজ! ধৈর্য্যে বুক ত বেঁধে ছিলাম—কিন্তু তোমার এ দশা দেখে, সমুদ্রের তরঙ্গের উপর বালীর বাঁধের মত, সেই ধৈর্য্য কোথায় ভেসে গেল—রৈল না—রাখ্‌তে পার্‌লেম না!

রাজা। প্রিয়ে! অনেকক্ষণ আমি তোমায় চিন্‌তে পেরেছি; অনেকক্ষণ সমুদয় ব্যাপার জান্‌তে পেরেছি—তুমি যে জ্বালা নিবারণের জন্যে প্রাণত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হচ্চো—আমি পূর্ব্বেই তাই কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভেবে দেখ্‌লেম, আমরা যে তা পারিনে—আমরা যে দাস! প্রভুর আজ্ঞা ভিন্ন—ইচ্ছাপূর্ব্বক মর্‌তেও যে আমাদের অধিকার নেই। আর আত্মহত্যার পাপই কি সাধারণ! অনেক তরলবুদ্ধি স্ত্রীলোকে দারুণ মনস্তাপ সহ্য কর্‌তে না পেরে আত্মহত্যা করে, সত্য বটে, কিন্তু তোমার মত বিবেকবতী স্ত্রীরও তাই করা কি কর্ত্তব্য? কখনই না—ঝড়ে তরুরাজি ও শৈলমালা দুইই যদি নড়ে, তবে সে দুইএর ভেদ কি?—অতএব প্রিয়ে! আর বৃথা শোক ক'রো না—ওঠ—এক্ষণকার কর্ম্ম সম্পন্ন কর; মৃতবস্ত্র (সশীৎকারে) আমার হাতে দেও (হস্ত প্রসারণ)

শৈব্যা। (সবেগে উঠিয়া)—তাই কর্‌বো?—কেন কর্‌বো না?—প্রাণেশ্বর! তুমি যা বল্‌ছো—তাই কর্‌বো—আমি তোমার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন কর্‌বো না—স্বর্গ হো'ক—নরক হো'ক—যা হয়—তাই

হোক্—আমি তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌বো—কিছুতেই তোমার আজ্ঞার অন্যথা কর্‌বো না—প্রাণনাথ! তুমি যা বল্‌ছো—তাই কর্‌বো—তাই কর্‌বো—এসো—এসো—নিকটে এসো (বিহ্বলতার সহিত) এই নেও—এই রোহিতাশ্বের মৃতবস্ত্র নেও (রাজার হস্তে বস্ত্রার্পণ; আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি; উভয়ের সবিস্ময়ে অবলোকন)

রাজা। একি! আকাশ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হ'লো যে!

নেপথ্যে। কিবা দান, কিবা জ্ঞান, কিবা মতি ধীর।
কিবা সত্য, শীল, হরিশ্চন্দ্র নৃপতির॥

শৈব্যা। (শ্লাঘার সহিত) কে এ? আর্য্যপুত্রের গুণপ্রশংসা ক'রে আমার হৃদয় শীতল কচ্চে?—অথবা গুণের কথায় আর কাজ নেই!—এ হেন ধার্ম্মিক আর্য্যপুত্রকেও ত এমন দুর্দ্দশা ভোগকর্‌তে হ'লো! বুঝ্‌লাম—ধর্ম্ম মিথ্যা—দান মিথ্যা—সকলই অরণ্যে রোদন—সকলই অন্ধকারে নৃত্য।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। মহাপতিব্রতে!—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! আমি ধর্ম্ম;—আমায় মিথ্যা বল্‌লে কেন? দেখ অন্যান্য রাজারা কত দান, কত সত্যপালন ও কত কত দুষ্কর মহৎকর্ম্ম ক'রেও যে লোক পায় না, আমি সেই নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্মলোক তোমাদিগকে দেবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছি। অতএব আর বিষাদের প্রয়োজন নাই। (পতিত রোহিতাশ্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বৎস রোহিতাশ্ব! জীবিত হও।

রাজা। (দেখিয়া সহর্ষে) এ কি! ভগবান্ ধর্ম্ম স্বয়ং উপস্থিত! ভগবন্! অভিবাদন করি।

শৈব্যা। ভগবন্! প্রণাম করি।

রোহিতাশ্ব। (প্রাপ্তপ্রাণ হইয়া ক্রমে ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন)

ধর্ম্ম। বৎস রোহিতাশ্ব! গাত্রোত্থান কর—

মরিয়া বাঁচিলে তুমি পিতৃ-পুণ্য-বলে।
পিতার সমান প্রজা পাল কুতূহলে॥

রোহি। (উঠিয়া মাতাকে দেখিয়া) মা! এখানে তোমায় কে আন্‌লে?

শৈব্যা। আপনার ভাগ্য (পুত্রের মুখ চুম্বন)

ধর্ম্ম। বৎস! ব্রহ্মলোকের অতিথি তোমার পিতা এই সম্মুখে দণ্ডায়মান।

রোহি। (দেখিয়া) য়্যাঁ—বাবা তুমি! বাবা!—বাবা! (পাদমূলে পতন)

রাজা। (অপসৃত হইয়া) বৎস! আমি শ্মশান-চণ্ডালের দাস্যে দূষিত হয়েছি;—আমায় ছুঁইও না।

ধর্ম্ম। ও সকল খেদের কথায় আর কাজ্ নাই—যে ব্রাহ্মণ তোমার মহিষীকে ক্রয় করেন—তুমি যে চণ্ডালের দাস হও—তোমার রাজ্য যেরূপ হয়—এ সমস্ত স্পষ্টরূপে তোমায় দেখ্‌য়ে দিচ্চি। তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ কর—তা হ'লে দিব্যচক্ষু লাভ হবে—তাতে সমুদয় কাণ্ড প্রত্যক্ষের মত দেখ্‌তে পাবে।

রাজা। (দক্ষিণহস্তদ্বারা ধর্ম্মের অঙ্গস্পর্শ করিয়া মুদ্রিত-নয়নে সসম্ভ্রমে) এ কি! এ কি! ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিদ্যালাভে তুষ্ট হ'য়ে অযোধ্যা-রাজ্য আমার মন্ত্রীদের উপরেই অর্পণ করেছেন। অমাত্য বসুভূতি ও বিদূষক বারাণসী হ'তে তথায় গিয়ে রাজ্য কর্‌ছেন।

ধর্ম্ম। রাজন্! তোমার সত্যপরীক্ষার জন্যই ঋষি সেরূপ করেছিলেন—রাজ্যলোভের জন্য নয়; অতএব সে নিমিত্ত চিন্তিত হ'য়ো না। আবার দেখ।

রাজা। (পুনর্ব্বার সেইরূপ করিয়া সানন্দে) দেবি!—কি সৌভাগ্য!

কি সৌভাগ্য! তুমি যে ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণের দাসী হ'য়েছিলে, তাঁরা সামান্য স্ত্রী-পুরুষ নন্—তাঁরা ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আর মা অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ অবতার! আমাকে যিনি কিনেছিলেন—তিনিও মুদ্দফরাস নন্—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম!—এখন্ আর মনের খেদ নাই—এখন সকল দুঃখ দূর হল!

ধর্ম্ম। তবে এখন্ রোহিতাশ্বকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত কর।

রাজা। ভগবানের যে আজ্ঞা।

ধর্ম্ম। তবে আমি উপকরণ সংগ্রহ করি (প্রনিধানমাত্রেই উৎকৃষ্ট সিংহাসন, ছত্র, চামর, রাজদণ্ড, তীর্থজল প্রভৃতি রাজ্যাভিষেকের সমুদয় উপকরণ এক দিব্য পুরুষকর্ত্তৃক উপস্থাপিত)

ধর্ম্ম ও হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক রোহিতাশ্বের রাজ্যাভিষেক-করণ।

নেপথ্যে। মৃদু মধুর বাদ্যধ্বনি।

ধর্ম্ম। রাজন্! দেবতারাও বৎস রোহিতাশ্বের রাজ্যাভিষেক অভিনন্দন কর্‌ছেন—ঐ শোন—স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হচ্চে—বীণা বাজ্‌চে—নূপুরশব্দ শোনা যাচ্চে—অপ্সরারা নৃত্য কর্‌ছে। অতএব আর কি? সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই ত সম্পন্ন করা হলো—এখন্ ব্রহ্মলোকে চল।

রাজা। ভগবন্! আমি যখন্ বারাণসীতে আসি, তখন্ অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কেঁদে আকুল হ'য়েছিল, আর অতি কাতরস্বরে বলেছিল 'নাথ! আমরা তোমায় ছেড়ে কোনও মতে থাক্‌তে পার্‌ব না—তুমি যেখানে যাও, আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল' তখন নানা কারণে আমি তাদের সঙ্গে আন্‌তে পারিনি—কিন্তু এখন কেমন ক'রে তাদের ছেড়ে স্বর্গে যাই!—যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে তারাও আমার সঙ্গে যায়।

ধর্ম্ম। রাজন্! তা কি হয়! আপন আপন কর্ম্মফলে লোকের নানারূপ গতি হয়। প্রজাদের সকলেরই এত পুণ্য কি? যে তোমার সঙ্গে স্বর্গে গমন করে।

রাজা। ভগবন্! আমি অনন্তকাল স্বর্গসুখ চাই না—আমি যদি, এক দিন—এক দণ্ড—এক পল অথবা একক্ষণও তাদের সঙ্গে একত্র স্বর্গবাস করতে পাই, সেও আমার পরম সুখ। আপনি অনুমতি করুন—আমার যা কিছু পুণ্য আছে, সে সমুদয় আমি তাদের দিচ্চি—তারা সেই পুণ্যবলে স্বর্গে চলুক।

ধর্ম্ম। (সবিস্ময়ে) ধন্য রাজর্ষি! তোমার চরিত্র অলৌকিক!

গীত। (৩০)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়া।

ধন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র ধন্য তুমি ধর্ম্ম-বলে।
হয় নাই হবে নাক তব তুল্য ধরাতলে॥
কিবা সত্য কিবা ধৈর্য্য, কিবা দান কি গাম্ভীর্য্য,
কিবা বচনের স্থৈর্য্য, কিছুতেই নাহি টলে।
প্রজাজনে এত স্নেহ, করে নাই কভু কেহ,
এমনি দয়ার দেহ, পরদুখে যেন গলে।
তব নাম যে করিবে, তব কীর্ত্তি যে শুনিবে,
সে কথনো না মজিবে, পাপের পঙ্কিল জলে॥

যাহো'ক—রাজন্! প্রজাগণকে আপন পুণ্য দান করবার অঙ্গীকার করায়, তোমার যে অপর পুণ্যরাশি উৎপন্ন হ'লো—তারই বলে তুমি অযোধ্যাবাসী প্রজাগণের সহিত পুণ্যধামে গমন কর।

রাজা। (সাহ্লাদে) ভগবন্! তথাস্তু।

(সকলের প্রস্থানোদ্যম)

নটের প্রবেশ।

নট। ধর্ম্মপথে যদি জীব নিরন্তর থাক।
বিপদে সম্পদে যদি জগদীশে ডাক॥

শত শত মহাকষ্ট যদি তুমি পাও।
তবু সত্যপথ ছাড়ি যদি নাহি যাও॥
তবে তব ভবে পথ হইবে সরল।
যে কর্ম্ম করিবে তাহে পাইবে মঙ্গল॥
এই দেখ হরিশ্চন্দ্র মহানরপতি।
কুপিত-কৌশিক-কোপে কি হ'লো দুর্গতি॥
রাজ্যনাশ পত্নী পুত্র বন্ধুর বিশ্লেষ।
চণ্ডালদাসত্ব আর শ্মশানের ক্লেশ॥
নির্ব্বিকার মনে রাজা সকলি সহিল।
কোনও মতে ধর্ম্মপথ হ'তে না টলিল॥
অবশেষে ধর্ম্ম আসি নিজে উপস্থিত।
মৃতপুত্র রোহিতাশ্বে করিলা জীবিত॥
সর্ব্বদুঃখ দূর হ'লো আনন্দ অপার।
অযোধ্যার নষ্টরাজ্য হইল উদ্ধার॥
ভুবন ভরিয়া কীর্ত্তি রাখি নিজ নামে।
চলিলেন প্রজাসহ রাজা ব্রহ্মধামে॥
রোহিতাশ্ব পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।
মুখভরে ভাই সবে হরি হরি বল॥

সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।